NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ কৌশিকি অমাবস্যা — দেবী পুরাণ অনুসারে, মা কৌশিকী কে?

ভারত-পাক ম্যাচ আয়োজনের পারিশ্রমিক মাত্র ৫৫০ টাকা ৮

কলকাতা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২৭ ভাদ্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ৯৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 14.9.2023, Vol.17, Issue No. 95, 8 Pages, Price 3.00

নিট ফল মাইনাস টু, জটায়ুর মত ভাবছে ইডি!

৪ দিন জেরা করলেও মেরুদণ্ড বিক্রি হবে না

৯ ঘণ্টা ১৫ মিনিট জেরা, বেরিয়ে আক্রমণাত্মক অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে হাজির হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী। তবে এখনই যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা হবে না, এই মর্মে মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিলেন ইডি-র আইনজীবী। শেষ পর্যন্ত বুধবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সকাল ১১টা ৪০ নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন অভিষেক। চলে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ। অবশেষে ৯ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর সিজিও থেকে বের হন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক।

রাত ৮টা ৪৯ মিনিটে বেরিয়ে বলেন, 'এর আগে নিট ফল ছিল জিরো। এখন আরও দু'নম্বর কমল। মাইনাস টু। নিট ফল মাইনাস টু।' পাশাপাশি এও জানান, বিজেপি তাদের ধূপগুড়ির হারের জ্বালা মেটাতেই তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ করতে দেখা যায় অভিষেককে। সেই জন্যই অন্য কোনও দিন তাঁকে ডেকে না পাঠিয়ে বেছে বেছে বুধবার বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকের দিনই ডেকে পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। এই প্রসঙ্গেই অভিষেক এও বলেন, 'এভাবে আমাকে ইডি দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে ধূপগুড়ি পুনরুদ্ধার হবে না।' সঙ্গে এও জানান, 'টানা চারদিন জেরা করলেও মেরুদণ্ড বিক্রি হবে না। কারণ আমরা বশ্যতা স্বীকার করতে জানি না। তবে ইডিকে আমি দোষ দিই না। ওঁরা কর্মী মাত্র। নির্দেশ পালন করাই ওঁদের কাজ।'

তবে এদিন অভিষেকের নিশানায় ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্মকাণ্ডও। এদিন ইডির তদন্ত নিয়ে ফেলুদা-জটায়ু তত্ত্ব দিলেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'জটায়ু তাঁর বন্ধু ফেলুদাকে প্রশ্ন করেছিল, একই জিনিস আমরা এক ভাবে দেখছি, আর আপনি অন্য ভাবে দেখছেন, সেটা কী করে হয়? জবাবে ফেলুদা বলেছিলেন, আপনার আর আমার মধ্যে তফাৎ শুধু দৃষ্টভঙ্গীর। আপনারা আগে অপরাধী ঠিক করে নেন। পরে অপরাধ খোঁজেন। কিন্তু আমি আগে অপরাধ খুঁজি তার পর অপরাধীকে চিহ্নিত করি। ইডিও এখানে জটায়ুর মতোই আগে অপরাধী ঠিক করে নিচ্ছে। আগে অপরাধ খুঁজছে না। হয়তো তাই তারা অপরাধের গভীরে পৌঁছতে পারছে না।'

ছবি: অদিতি সাহা

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন, '৯ বছর ধরে সুদীপ্ত সেন কাস্টোডিতে, কত মানুষ সারদার টাকা পেয়েছে? ১৪ মাস পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে, কী সুরাহা হয়েছে?' একইসঙ্গে এ প্রশ্নও তুলে দেন, ক্যামেরার সামনে, টিভির পর্দায় যাঁদের হাত পেতে টাকা নিতে দেখা যায়, তাঁদের ডাকা হচ্ছে না কেন বা কখনও হাইকোর্ট তা বলে না কেন তা নিয়েও।

এরই রেশ টেনে ইডি-কে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিষেক জানান, তাঁর বয়ান আদালতে জমা করুন তদন্তকারী আধিকারিকরা। কারণ, হিসেবে অভিষেক এও বলেন, 'প্রথম দিন থেকে আজও একই কথা বলে আসছেন তিনি। দু'মাস-চার মাস অন্তর অন্তর ডাকা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইডি-সিবিআই-এর। এর নির্যাস শূন্য।' দোষীরা শাস্তি পেয়েছে বা কেউ ন্যায় বিচার পেয়েছেন, ইডি-সিবিআই এমন নজির দেখাতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন অভিষেক। এরপর এদিন অভিষেক এও জানান, ইডি-র সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি। ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়লে ফের আসবেন বলেও জানিয়ে এসেছেন। নয় বা সাড়ে নয় ঘণ্টা নয়, দরকার পড়লে ২৪ ঘণ্টার জেরাতেও আপত্তি নেই বলে জানান তিনি।

এদিন প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় এখনও ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তৃণমূল সাংসদকে। সেই আবহেই অভিষেককে 'বাঘের বাচ্চা' বলে উল্লেখ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে অভিষেককে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনিও।

এদিকে বুধবার জাতীয় স্তরে ইন্ডি জোটের সমন্বয় বৈঠক ছিল। আর বুধবারই অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হতে নোটিস দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তাতে বিরোধী জোটের সমন্বয় বৈঠকে না গিয়ে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টেরেটের র সামনেই হাজির হন অভিষেক।এদিকে বিরোধী জোটের বৈঠকের দিনই কেন অভিষেককে ডাকা হল, সেই প্রশ্নে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজনীতি।

দেশের মুখ্য বিরোধী মুখ কি আপনিই?

দুবাই বিমানবন্দরে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের প্রশ্ন মমতাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী জোটের নেতা হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে আলোচনা শুধু যে দেশের অন্দরে হচ্ছে, তা নয়। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও সেই আলোচনা ছড়িয়ে পড়েছে। ভিন দেশের রাষ্ট্রনেতারাও বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে দেশের প্রধান বিরোধী মুখ হিসাবে ভাবা শুরু করেছেন, সেটা প্রমাণিত হল শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রণিল বিক্রমাসিংহের একটি প্রশ্নে।

দুবাই বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয় শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রণিল বিক্রমসিংহের। দেখেই একগাল হাসি। সৌজন্য বিনিময়। সূত্রের খবর, সৌজন্য বিনিময়ের মাঝে আচমকাই মমতাকে বিক্রমসিংহে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?' মমতা উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

সূত্রের খবর, এরপরই শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করেন, ভারতে যে বিরোধী মহাজোট তৈরি হচ্ছে আপনিই কি সেই বিরোধী জোটকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন? শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টর মুখে এ প্রশ্ন সম্ভবত প্রত্যাশা করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি খানিকটা চমকেই যান। তারপর জানান, মানুষ যদি পাশে থাকে তাহলে আমরা আজ অপজিশনে আছি। কাল পজিশনেও আসতে পারি। জানা গিয়েছে, এরপরও দু'জনে একসঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলেন।

চলতি বছর কলকাতায় হতে চলা বিশ্ববাংলা বাণিজ্যিক সম্মেলনে বিক্রমাসিংহেকে আমন্ত্রণও জানান মুখ্যমন্ত্রী। পালটা তাঁর থেকে শ্রীলঙ্কা যাওয়ার আমন্ত্রণ পান মমতা। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির ব্যবহারে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী। আচমকা সাক্ষাতে তিনি যেভাবে সৌজন্য দেখিয়েছেন, তার প্রশংসা করেছেন মমতা। তাঁর আশা, আমন্ত্রণের সাড়া দিয়ে কলকাতায় বিশ্ববাংলা বাণিজ্যিক সম্মেলনে উপস্থিত হবেন বিক্রমাসিংহে।

৮ দিনের স্পেন সফরে মাদ্রিদ পৌঁছলেন মমতা

আজ লা লিগার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুবাই থেকে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার বিমান বুধবার ভারতীয় সময় বিকেল ৫টা নাগাদ মাদ্রিদের মাটি স্পর্শ করে। এদিন এখানে কোনও কর্মসূচি ছিল না বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। আজ থেকে তাঁর মূল কর্মসূচি শুরু। 'লা লিগা'র প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার তেভাজের সঙ্গে আজ বিকেলে বৈঠক রয়েছে মমতার। ওই বৈঠকে থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বৈঠকে যোগ দিতেই লন্ডন থেকে মাদ্রিদ আসছেন সৌরভ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ সফরে যাওয়া প্রতিনিধি দলে রয়েছেন মোহনবাগানের দেবাশিস দত্ত, ইস্টবেঙ্গলের রূপক সাহা এবং মহামেডানের ইশতিয়াক আহমেদ। 'লা লিগা'র প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কলকাতার তিন প্রধান দলের ওই তিন কর্তাও। বৈঠকে বাংলার ফুটবলের উন্নতিকল্পে 'লা লিগা'র সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সমঝোতাপত্র (মউ) স্বাক্ষরিত হতে পারে। আগামী রবিবার দুপুরে মাদ্রিদ থেকে ট্রেনে মমতা যাবেন বার্সেলোনায়। বিকেলে সেখানে পৌঁছে সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় বাঙালি এবং ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হবেন। সোমবার দুপুরে বার্সেলোনায় রয়েছে শিল্পবৈঠক। সেখানে স্পেনীয় শিল্পপতিদের সঙ্গেও বাংলার শিল্পপতিদের পৃথক বৈঠক হবে। মঙ্গলবার বেলা ১২টা থেকে তিন ঘণ্টা বার্সেলোনায় একটি শিল্পবৈঠকে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে যোগ দেবেন বাংলার শিল্পপতিরাও। আগামী বুধবার রাতে বার্সেলোনা থেকে দুবাইয়ের পথে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে কলকাতা ফিরবেন।

এবছরের শেষেই হবে প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা

দিনক্ষণ জানালেন পর্ষদ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালে ১০ ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা নেওয়া হবে। বুধবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা ঘোষণা করেছেন। সংবাদমাধ্যমে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হবে টেট-এর নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রেশন। পর্ষদ সভাপতি আরও জানিয়েছেন, এবছর ওএমআর শিটের আসল কপি পর্ষদ নিয়ে নেবে ও পরীক্ষার্থী কপি তাঁরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন।

এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টা থেকে আবেদন করার সময় শুরু হবে। তিন সপ্তাহ সময় থাকবে প্রার্থীদের কাছে। কারও পেমেন্টের ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা থাকলে আরও একদিন বর্ধিত করা হবে সেই সময়সীমা, এমনটাও জানান পর্ষদ সভাপতি। এর পাশাপাশি এও জানান, টেট আর নিয়োগ আলাদা। এনসিটিই-র গাইডলাইন ও সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ মেনে প্রতি বছর টেট পরীক্ষা নেওয়া হবে। গত বছরও সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। তবে কখনই ধরে নেওয়া যায় না যে কেউ টেট পাশ করলেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ হবে।

গৌতম পাল এও জানান, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা যেমন প্রতি বছর হয়, তেমনই টেট হবে প্রতি বছর। নিয়োগ কোনও বছরে না হলেও টেট পরীক্ষা নেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন যাতে দ্রুত নিয়োগ হয়। ইতিমধ্যেই আমরা ইন্টারভিউ নেওয়ার প্রক্রিয়াও শেষ করেছি।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল জানান, প্রার্থীদের করা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ছাড়পত্র মেলেনি বলেই আটকে আছে নিয়োগ। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে ছাড়পত্র মিলেছে। সুপ্রিম কোর্ট থেকেও দ্রুত ছাড়পত্র মিলবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি আরও দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও চান অবিলম্বে নিয়োগ হোক।

এছাড়া গৌতম পাল এদিন এও ব্যাখ্যা করেন, নিয়োগ আর টেট দুটো ভিন্ন বিষয়। টেট পরীক্ষায় পাশ করে থাকলে, সেই প্রার্থীদের মধ্যে থেকে শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেছেন, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা যেমন প্রতি বছর হয়, তেমনভাবেই টেট পরীক্ষা প্রতি বছর নিতে হবে বলে উল্লেখ রয়েছে এনসিটিই-র গাইডলাইনে। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণেও সে কথা বলা আছে। তাই নিয়োগ প্রতি বছর না হলেও টেট পরীক্ষা প্রতি বছর নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত বছরের পরীক্ষার পর ইন্টারভিউ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলে গেলেও ওই নিয়োগে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ২০২০-২২ সালে ডিএলএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ হওয়ার আবেদন করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের দাবি, প্রশিক্ষণের কোর্স যে শেষ হয়নি, সেটা বোর্ডের দোষ। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, প্রশিক্ষণ শেষ না করে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া যাবে না। এরপর সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান ওই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা।

সর্বদল বৈঠক ডাকল মোদি সরকার

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরুর আগের দিন সর্বদল বৈঠক ডাকল মোদি সরকার। আগামী রবিবার ১৭ সেপ্টেম্বর সংসদ ভবনে ওই বৈঠক হবে। সর্বদল বৈঠকে সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আলোচ্যসূচি সম্পর্কে আভাস মিলতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। কিন্তু ওই বিশেষ অধিবেশনে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হবে সেব্যাপারে এখনও পর্যন্ত মুখে কুলুপ মোদি সরকারের। স্বাভাবিকভাবেই ওই অধিবেশন ঘিরে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। কখনও শোনা যাচ্ছে, ওই অধিবেশনে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ হবে। কখনও শোনা যাচ্ছে দেশের নামবদল নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে সংসদের বিশেষ অধিবেশন চলবে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সূত্রের খবর, ১৯ সেপ্টেম্বর, অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন নতুন সংসদ ভবনে অধিবেশন বসবে। ওই দিনই গণেশ চতুর্থী। অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার পরে আলোচ্য বিষয়বস্তু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধি। বিশেষ অধিবেশনে আলোচনার জন্য মূল্যবৃদ্ধিকে মাথায় রেখে অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এবং কৃষকদের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে হবে, আদানি মামলায় যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি নিয়ে চর্চা করতে হবে, মণিপুরের পরিস্থিতিতে আলোকপাত করতে হবে, হরিয়ানার মতো রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আবহ নিয়ে আলোচনা করতে হবে, চিনা আগ্রাসন নিয়ে সরকারের অবস্থান জানাতে হবে, দ্রুত জাতি সমীক্ষা নিয়ে কথা বলতে হবে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করতে হবে এবং বিভিন্ন রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

অভিষেকের পাশে 'ইন্ডিয়া'

সমন্বয় কমিটির বৈঠক শেষে 'প্রতিহিংসার রাজনীতির' অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রতিহিংসার রাজনীতির কারণেই 'ইন্ডিয়া'র সমন্বয় কমিটির বৈঠকে হাজির হতে পারেননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দিল্লিতে বৈঠক শেষে বিজেপি বিরোধী জোটের তরফে এই অভিযোগ করা হল। কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল বলেন, 'সমন্বয় কমিটির সদস্য অভিষেককে আজকেই তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই ঘটনা কেন্দ্রের প্রতিহিংসার রাজনীতির উদাহরণ।' 'ইন্ডিয়া'র তরফে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতেও রয়েছে 'বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতি'র প্রসঙ্গ। বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে বেণুগোপাল জানান, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে হবে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র প্রথম জনসভা। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের মতো বিষয়গুলি সামনে রেখে ওই সমাবেশ হবে। সেই সঙ্গে বুধবার দিল্লিতে সমন্বয় ও নির্বাচনী রণকৌশল কমিটির প্রথম বৈঠকের পর এই ঘোষণা করে বেণুগোপাল বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব আসন সমঝোতার বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।' ঘটনাচক্রে, শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবারই অভিষেককে তলব করেছিল ইডি। তাই এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের বাড়িতে 'ইন্ডিয়া'র সমন্বয় ও নির্বাচনী রণকৌশল কমিটির প্রথম বৈঠকে হাজির ছিলেন না অভিষেক। ছিলেন না সিপিএমের কোনও প্রতিনিধিও। দুই দলের অনুপস্থিতিতেই ইন্ডিয়া-র শরিক দলগুলির মধ্যে আসন বণ্টন প্রক্রিয়া, যৌথ নির্বাচনী প্রচার ও জনসভা নিয়ে আলোচনা হয়। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অভিষেকের জন্য ফাঁকা রাখা হয়েছিল একটি চেয়ার। বৈঠকে ছিলেন সিপিআই নেতা ডি রাজা-সহ ১২টি দলের প্রতিনিধিরা। সমন্বয় কমিটির সদস্য জেডিইউ সভাপতি লালন সিংয়ের পরিবর্তে দলের প্রতিনিধি হিসাবে হাজির ছিলেন সঞ্জয় ঝা। বৈঠক শুরুর আগেই বুধবার সকালে অভিষেকের জন্য আসন ফাঁকা রাখা নিয়ে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, 'আজকেই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। আমরা তাঁর জন্য একটি আসন ফাঁকা রেখে এই বার্তাই দিতে চাইছি যে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি 'ইন্ডিয়া'র সদস্যদের উপর অত্যাচার করছে।'

পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কিমের, মস্কোর পাশে থাকার আশ্বাস

মস্কো, ১৩ সেপ্টেম্বর: ইউক্রেনের বিরুদ্ধে 'পবিত্র' যুদ্ধে নেমেছে রাশিয়া। পশ্চিমী দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে মস্কোর পাশে থাকবে পিয়ংইয়ং। যুদ্ধের ময়দানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নিঃশর্ত সাহায্যের আশ্বাস দিলেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন।

বুধবার পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন কিম। রুশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, কিম জানিয়েছেন, 'পবিত্র' যুদ্ধে নেমেছে রাশিয়া। রণক্ষেত্রে মস্কোকে সবরকম সাহায্য করবে পিয়ংইয়ং। এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে নিঃশর্তভাবে পুতিনের পাশে থাকবেন কিম।

মঙ্গলবার বিলাসবহুল সাঁজোয়া ট্রেনে রাশিয়া পৌঁছেছেন কিম। বুধবার রাশিয়ার আমুর অঞ্চলে বৈঠকে বসেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। পুতিনের শারীরিক সুস্থতা ও ইউক্রেন যুদ্ধে জয় কামনা করে কিম এদিন বলেন, 'আমি নিশ্চিত রুশ ফৌজ ও রাশিয়ার নাগরিকরা দুষ্টের দমন করবেন। ইউক্রেন যুদ্ধে জয় হবে 'মহান রাশিয়ার'ই। রুশ ফৌজ যেভাবে লড়ছে তা দেখে আমি অভিভূত।'

এদিকে, রাশিয়ার তরফেও বাড়ানো হয়েছে সাহায্যের হাত। কিমের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রুশ সংবাদমাধ্যমকে পুতিন বলেছেন, 'স্যাটেলাইট তৈরির ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করবে রাশিয়া।'

জঙ্গিদের গুলিতে শহিদ ৩

শ্রীনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল ভারতীয় সেনার কর্নেল, মেজর পদাধিকারীর আধিকারিকদের। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টও জঙ্গিদের গুলিতে নিহত। সংবাদ সংস্থা পিটিআই এই খবর জানিয়েছে। অনন্তনাগের গাড়োল এলাকায় কয়েক জন জঙ্গি লুকিয়ে ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতেই তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। বুধবার সকাল থেকে ওই জঙ্গিদের সঙ্গেই নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষ শুরু হয়। কোকারনাগ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন দুই সেনাকর্তা এবং এক পুলিশকর্তা-সহ বেশ কয়েক জন। চিকিৎসা চলাকালীনই ৩ দুই সেনা কর্তা ও এক পুলিশকর্তার মৃত্যু হয়।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

'মিডিয়া ট্রায়ালে' উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: 'মিডিয়া ট্রায়াল' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। 'পুলিশ ব্রিফিং', অর্থাৎ, কোনও মামলার বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে পুলিশ যে তথ্য প্রকাশ করে, তার ভিত্তিতে মিডিয়া ট্রায়াল হওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছে আদালত। বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে ফৌজদারি মামলাগুলির বিষয়ে পুলিশের মিডিয়া ব্রিফিংয়ের উপর ম্যানুয়াল তৈরির নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ম্যানুয়ালের বিষয়ে সমস্ত ডিজিপিদের, তাঁদের পরামর্শ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪১৭৪ নং এফিডেভিট বলে Syed Golam Aulia S/o. Syed Mosharaf Hossain ও Golam Aulia Syed S/o. M. Syed সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪১৭৩ নং এফিডেভিট বলে Sk Sajahan S/o. Sk Ishamahammed ও Sk Md Sajahan S/o. Sk Isha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ২৫/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩১৬৪ নং এফিডেভিট বলে Chandan Kumar Mukhopadhyay S/o. Gopal Chandra Mukherjee ও Chandan Kr. Mukherjee S/o. G. Mukherjee, Gopal Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ১১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৯৪০ নং এফিডেভিট বলে Om Prakash Chauhan S/o. Prameshwar Chauhan ও Om Prakash Chowhan S/o. A. Chowhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৪ ই সেপ্টেম্বর ২৭ শে ভাদ্র , বৃহস্পতিবার। অমাবস্যা তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরী শুক্রর -র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। ঊর্ধ্বোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : আজ সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ।নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন ।শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ -বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ ।বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ। ওম্ শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি ,উচ্চারণ করে ধৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধি র সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বলন করুন, শুভ হবে।

(আজ কৌশিকি অমাবস্যা।
সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের প্রয়ান দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৬২ নং এফিডেভিট বলে Sekh Asif Kawsar S/o. Sekh Elahi Baksh ও Sk. Asif Kaswar, Sk. Asif Kawsar S/o. Lt. Sk. E. Baksh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৮/২৩ নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ১৬৬৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Maman Chakraborty (old name) W/o. Suvayan Chakraborty at 329 Criper Road (Indira Gandhi Road), Konnagar, Uttarpara, Hooghly-712235, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mamon Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Maman Chakraborty &, Mamon Chakraborty W/o. Suvayan Chakraborty D/o. Arun Ghatak উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৮/২৩ নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ১৬৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Mamon Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Suvranil Chakraborty (old name) S/o. Suvayan Chakraborty at 329 Criper Road (Indira Gandhi Road), Konnagar, Uttarpara, Hooghly-712235, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Suvronil Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছে। Suvranil Chakraborty &, Suvronil Chakraborty S/o. Suvayan Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪১৬৫ নং এফিডেভিট বলে Ashim Kumar Laha S/o. Becha Ram Laha ও Asim Laha S/o. B. Laha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪১৭৬ নং এফিডেভিট বলে Laksmi Kanta Bhuin S/o. Kali Pada Bhuin ও Lakshmi Kanta Bhuin S/o. K. Bhuin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৪৩২ নং এফিডেভিট বলে Provat Kumar Chattopadhyay S/o. Amar Nath Chattopadhyay ও Provat Kr. Chatterjee S/o. Lt. A. N. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩১৫৯ নং এফিডেভিট বলে Chaitali Ghosh Srimani W/o. Ramendu Ghosh ও Chaitali Srimani D/o. Naba Kumar Srimani সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Surendra Yadav ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jhulan Ray ও J. Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৫/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৭৩৪ নং এফিডেভিট বলে Arun Ghosh S/o. Mahadeb Ghosh ও Sunil Ghosh S/o. M.Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮২ নং এফিডেভিট বলে Arkaprakash Datta S/o. Ajoy Kumar Datta ও Arka Prakash Dutta S/o. A. K. Dutta– Ajay Kumar Datta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৯/২৩ S.D.E.M. সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Susmita Dutta D/o. Purna Chandra Dutta নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Samina Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৯/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১০১ নং এফিডেভিট বলে Khondekar Sohidur Rahaman S/o. Khondekar Khodarakha ও Sahidur Rahaman S/o. Khandakar Khodarakha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

CHANGE OF NAME

I, RITESH KUMAR AGARWAL resident of 310, Jessore Road, Lake Town, North 24 Paragnas , Kolkata - 700089 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Metropolitan Magistrate, 1st Class, Calcutta dated 13.09.2023 that I wholly renounce/ relinquish and abandon the use of my old name/surname which was RITESH AGARWAL. I will be known as RITESH KUMAR AGARWAL only for any proceedings, dealings and transactions from now onwards.

CHANGE OF NAME

I, AZRA PARVEEN Wife of Jamil Ahmed resident of 1, Damzen Lane, Jorasanko, Kolkata, hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Metropolitan Magistrate, 1st Class, Kolkata dated 16.08.2023 that my actual and correct name is AZRA PARVEEN and it is recorded in my EPIC and Aadhar Card. In my son SHAHWALI AHMED's birth certificate my name is recorded as AZRA JAMIL inadvertently. AZRA PARVEEN and AZRA JAMIL is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I MST. Etteshan Parbin D/o Md.Salim residing at Purbasha Abasan, Hatiara Video Hall Gali, P.O-Hatiara, P.S.-Eco Park N24 PGS Kol-157 declare that. MST. Etteshan Parbin and Etteshan Parbin is the same and one identical person vide affidavit No.4542 in the Court of Ld.J.M. 1st Class at Barasat on 22.08.23.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা ক্রেতা সুরক্ষা কমিশন, নদীয়া
নোটিশ
সি.সি. ১১/২০২০

দরখাস্তকারী- তপতী গুহা, স্বামী মৃদুল গুহা, সাং- গোরোস্থান লেন, নাজিরা পাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী। জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১

প্রতিপক্ষ- ২) সুমন রক্ষীত, পিতা- উজ্জল রক্ষীত ফ্রানচাইজি হোন্ডার অফ সাহারা ইন্ডিয়া ফ্র্যানচাইজি অফিস, কৃষ্ণনগর, ৫/৪ ডি, এন, রানা রোড, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০১।

৩) সেক্টরর ম্যানেজার, কৃষ্ণনগর সেক্টর, সাহারা ইন্ডিয়া ফ্রাঞ্চাইজি অফিস ৫/৪ ডি. এল. রায় রোড, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী জেলা- নদীয়া, পিন -৭৪১১০১।

এতদ্বারা অত্র নোটিশের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে, উপরিউক্ত অভিযোগকারী উক্ত প্রতিপক্ষগন এবং অপরাপর প্রতিপক্ষগনের বিরুদ্ধে অত্র কমিশনে উপরিউক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন যাহাতে তিনি উপরিউক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ম্যাচুরিটি বাবদ প্রাপ্য (সুদ সহ) টাকা ফেরৎ পাইবার ও তৎসহ ক্ষতিপুরন পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন।

অত্র নোটিশের মাধ্যমে উপরিউক্ত প্রতিপক্ষগনকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে ০৯/১০/২০২৩ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে নিযুক্তিয় উকিলবাবু দ্বারা হাজির হইয়া অভিযোগকারীর অভিযোগ পত্রের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি বা জবাব দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা শুনানি হইবে।

শ্রী দমন প্রসাদ বিশ্বাস
PRESIDENT
DISTRICT CONSUMAR
DISPUTES REDRESSAL
COMMISSION-NADIA
28/8/2023

নাম-পদবী

আমি Sudipta Halder S/O Subhendu Bikash Halder of Nona, Uluberia, Howrah. আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে Sudipta Haldar S/O S. Haldar আছে ২৯/৮/২৩ তারিখের এফিডেভিট বলে একই ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

বিজ্ঞপ্তি

বিয়ের আগে শ্যামা গিরি পিতা- অতুল গিরি, বিয়ের পর শ্যামা প্রামানিক স্বামী- বঙ্কিম চন্দ্র প্রামানিক একই ব্যক্তি Before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) Paschim Medinipore being Affidavit No. 13373 dt. 01-09-23

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান
স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

দক্ষিণ বাড়িতে মেঝেতে বসে পাত পেড়ে খেলেন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দলের সাংগঠনিক প্রচার কর্মসূচিতে হাওড়ায় এসে রাজাপুর দক্ষিণ বাড়িতে মেঝেতে বসে পাত পেড়ে খেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। ঘরের মেয়ের মতোই চাইলেন ডাল।

বুধবার হাওড়াতে এসে বিজেপির সাংগঠনিক প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি। হাওড়ার জগৎবল্লভপুর সহ চামরাইল, জগদীশপুর বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাপুর, দক্ষিণ বাড়ি সহ একাধিক এলাকায় যান। দলীয়-কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলেন। একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন। দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সহ তাদের সঙ্গে ওই এলাকার সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও ওই এলাকার গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী।

এদিন মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল হাওড়া রাজাপুর দক্ষিণ বাড়িতে পলাশ মালিকের বাড়িতে। বাড়ির সদস্যা রুমা মালিক বলেন, 'দিদি আসছেন আমরা খুবই খুশি, ওনার জন্য আমরা গরিব ঘরে বাঙালি খাবারের আয়োজন করেছি। ভাত, পটল চিংড়ি, শুক্তো, সর্ষে ইলিশ, রুই মাছের কালিয়া, চাটনি, পাপড়, মিষ্টি বিভিন্ন রকম খাবারের আয়োজন করেছি। সকলে মিলে মা, কাকিমা সকলে মিলে আমরা রান্নার আয়োজন করেছি।' পরিবারের আর একজন সুচিত্রা হাজরা বলেন, 'বাঙালি রান্নার আয়োজন আমরা করেছি। খুবই আনন্দিত যে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি আমাদের মতো গরিবের বাড়িতে আসছেন। ১৫ বছর হল এখানে দক্ষিণ বাড়ীতে এসেছি। কিন্তু এত বড় মাপের কোনও মন্ত্রী আমাদের এখানে আসেনি। বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে উনি আসছেন। এটা ভেবেই আমরা খুব আনন্দিত।'

বুধবার সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও কথা অবশ্য বলেননি মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা নাগাদ তিনি বেলুড় মঠ দর্শন করতে যাবেন বলেই দলীয় সূত্রে খবর।

শুভেন্দুর নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যুতে এতদিন পরে অভিযোগ কেন, প্রশ্ন আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচ সংক্রান্ত মামলায় ফের প্রশ্নের মুখে রাজ্যের ভূমিকা। এদিন আদালতে শুনানি প্রক্রিয়া চলাকালীন শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। এই ঘটনাতেই বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ময়না তদন্তে ন্র রিপোর্ট দেখে জানতে চান, ঘটনার এতদিন পরে কেন অভিযোগ করছেন মৃতের স্ত্রী তা নিয়েই। মৃত নিরাপত্তারক্ষীর ময়নাতদন্তের রিপোর্টও এদিন খতিয়ে দেখেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আত্মহত্যার তত্ত্ব জোরাল এবং কীভাবে তা ঘটেছে, তা পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ দেখে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে লেখা রয়েছে। এদিকে এদিন শুনানির সময় রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, শুভেন্দু আদালতের থেকে রক্ষাকবচ পেয়েছেন। মাথার উপরে ছাতা আছে, তাই তদন্তে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। বিরোধী দলনেতার রক্ষাকবচ খারিজের জন্য আদালতে সওয়াল করার সময়েই শুভেন্দুর নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যুর ঘটনা তুলে ধরেন রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃতের স্ত্রীর বক্তব্যের কথাও তিনি আদালতে তুলে ধরেন। বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারীর যে নিরাপত্তারক্ষী মারা গিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর বক্তব্য দেখুন, তিনি কী বলেছেন।' এরপর বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, তিনি নিরাপত্তারক্ষীর স্ত্রীর অভিযোগ খতিয়ে দেখে কোথাও হত্যার অভিযোগ পাননি। বিচারপতির মন্তব্য, মৃতের স্ত্রী শুধু বলেছেন অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি করেছিল। একইসঙ্গে ঘটনার এতদিন পরে কেন অভিযোগ, তা নিয়েও প্রশ্ন বিচারপতির। যদিও রাজ্যের আইনজীবী তখন জানান, যেহেতু শুভেন্দু তখন রাজ্যের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী ছিলেন, তাই পরিবারের তরফে কেউ ভয়ে অভিযোগ করতে পারেননি। এরপরই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট খতিয়ে দেখেন বিচারপতি। তিনি এদিন আরও মন্তব্য করেন, 'ঘটনার পাঁচ বছর বাদে যদি নতুন করে মামলা শুরু হয়, তাহলে এই ধরনের কত নতুন মামলা শুরু হবে ভাবুন।' এই ধরনের ক্ষেত্রে নতুন করে মামলা শুরু করার কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর। ২১ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

বুধবার ডানলপে ঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের মহামিলন মঠে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ঘুরে গেলেন।

কলকাতায় শুরু ছোটদের বইমেলা ও শিশু সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির উদ্যোগে বুধবার থেকে কলকাতায় শুরু হল ছোটদের বইমেলা ও শিশু সাহিত্য উৎসব। নন্দন চত্বরে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। বিশিষ্ট কবি জয় গোস্বামী উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির সভাপতি অর্পিতা ঘোষ- সহ বিশিষ্ট জনেরা। অর্পিতা ঘোষ জানিয়েছেন, শিশু কিশোরদের জন্য এধরনের সরকারি বইমেলার উদ্যোগ এই প্রথম। অ্যাকাডেমির নিজস্ব প্রকাশনা-সহ ১৫ টি নামি প্রকাশনা সংস্থা এই বই মেলায় অংশ নিয়েছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে কলকাতা ও জেলার ২০ টি স্কুলের পড়ুয়ারা। শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান ও বই পড়ার চর্চা বাড়াতেই এই উদ্যোগ বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের চর্চা কমছে। বই পড়া বা বই উপহার দেওয়ার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। এই ধরণের কর্মসূচির মাধ্যমে সেই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বিপুল সাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি। প্রতিবারের মত এবারও বিপুল সাড়া পড়েছে কর্মসূচিতে। এর প্রথম পর্যায়ে বুধবার পর্যন্ত রাজ্যে ৭৭ হাজার ৮৯৬টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এরমধ্যে এদিন বিভিন্ন জেলায় ৮ হাজার ৬০টি শিবিরের আয়োজন করা হয় বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা নিতে এদিন এই শিবিরগুলিতে ৭১ লক্ষ ৬ হাজার ৩৮৯ জন মানুষ এসেছেন।

ভোটের আগে বিজেপির গিমিক কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভব', অভিযোগ মন্ত্রী চন্দ্রিমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের 'আয়ুষ্মান ভব' কর্মসূচি আদতে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির প্রচারের নতুন গিমিক। রাজ্যের মানুষ এই প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করছেন বিজেপি নেতারা। এই সমস্ত প্রচারই ভিত্তিহীন বলে জানালেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর স্পষ্ট কথা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প যেমন সার্বিক নয় তেমনি এই 'আয়ুষ্মান ভব' কর্মসূচিও তেমনি। 'আয়ুষ্মান ভব' তে সকলের দীর্ঘ জীবন কামনা করা উচিত। কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না। বুধবার 'আয়ুষ্মান ভব' কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। সেই দিন থেকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির জন্মদিন, ২ অক্টোবর পর্যন্ত দেশ জুড়ে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালনের লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। যাতে রক্তদান, অঙ্গদান, আয়ুষ্মান মেলার আয়োজন করা হবে। যাঁদের নাম আয়ুষ্মান যোজনা তালিকায় নেই, তাঁরাও নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ গোড়া থেকেই আয়ুষ্মান যোজনা প্রকল্প গ্রহণ করেনি। সেই কারণে ওই কর্মসূচি থেকে বাদ গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

চন্দ্রিমার কথায় রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে বিনামূল্যে সবাইকে চিকিৎসা বিমার সুযোগ দেওয়া হয়। সাড়ে দশ কোটি মানুষকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালেও বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ মেলে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে। যা অন্য কোনো রাজ্যে নেই। কেন্দ্রের শর্ত মেনে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করলে রাজ্যের বহু মানুষ ঐ প্রকল্পের আওতা থেকে বাদ পড়ে যেতেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য সম্প্রতি দাবি করেছেন রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের আওতায় এলে রাজ্যের মানুষ অতিরিক্ত অঙ্কের বীমার সুযোগ পেতেন। অর্থাৎ কেন্দ্রের ৫ লক্ষ এবং রাজ্যের ৫ লক্ষ মিলিয়ে ১০ লক্ষ টাকা বিমার সুযোগ পেতেন তারা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই দাবিও খারিজ করে দিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, আয়ুষ্মান ভারত এবং স্বাস্থ্যসাথী বীমার শর্ত কোনো দিক থেকেই এক নয়। এবং সব থেকে বড় কথা আয়ুষ্মান প্রকল্প সর্বজনীন নয়। ফলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যা দাবি করছেন তা ভিত্তিহীন।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১৪ সেপ্টেম্বর ২৭ ভাদ্র, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

রাজ্যপালের কাছে হলফনামা চাওয়ার এক্তিয়ার হাইকোর্টের আছে কি?

অধিকার নিয়ে প্রশ্ন বিধানসভার অধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাত চরম আকার নিয়েছে। উপাচার্য বিল সংক্রান্ত ঘটনা প্রবাহকে কেন্দ্র করে সেই সংঘাত আরও তীব্র আকার নিয়েছে। হাইকোর্টের তরফে রাজ্যপালের কাছে হলফনামা চাওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয় নিয়ে হাইকোর্টের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যপালের পক্ষকে সমর্থন করলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে অধ্যক্ষ বলেন, ‘হাইকোর্টের সেই অধিকার নেই বলেই আমার ব্যক্তিগত অভিমত। এটা না করলেই ভাল হত। সংবিধানেই এর সমাধান আছে। তবে মাননীয় বিচারপতি নিশ্চয় জানেন। আমি এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।’

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের জুন মাসে উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিল পাশ হয় বিধানসভায়। ১৫ জুন তা পৌঁছয় রাজ্যপালের কাছে। ১ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে উপাচার্য নিয়োগ বিলে স্বাক্ষর করেননি রাজ্যপাল। মামলাকারীর দাবি ছিল, রাজ্যপালের কাছে কোন বিল পৌঁছলে তিনি সম্মতি জানিয়ে বিলে সই করতে পারেন। অথবা কোন সংশোধনের প্রয়োজন থাকলে রাজ্যপাল পরামর্শ দিতে পারেন বা পরামর্শ ছাড়াই বিল পাঠাতে পারেন। অথবা বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে পারেন। এগুলির কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি। এমনিতেই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ ঝুলে রয়েছে। ফলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়েছে।

এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে হাইকোর্ট কেন্দ্রের আইনজীবীকে বলেন, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ কি করা যায় না? উত্তরে কেন্দ্রের আইনজীবী মামলাকারীর রাজনৈতিক পরিচয় খ তিয়ে দেখার আবেদন করেন। সংবিধান রাজ্যপালকে রক্ষাকবচ দিয়েছে, তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।

অপরদিকে বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, ‘সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হলে কি কোর্ট রাজ্যপালকে সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করতে পারে না?’ কেন্দ্রের তরফে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য দাবি করেন, সংবিধান অনুযায়ী, রাজ্যপালকে আদালতের আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় আনা যায় না। শেষে ৪ অক্টোবরের মধ্যে রাজ্যপালের দফতরকে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ অক্টোবর।

জলপথে পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়নে ১ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় আসার জন্য আজকাল শুধু বাস বা ট্রেন নয় একইসঙ্গে গুরুত্ব পাচ্ছে ফেরি সার্ভিসও। সমীক্ষা জানাচ্ছে, প্রতিনিয়ত কয়েক লক্ষ মানুষ কর্মস্থলে বা বিভিন্ন কাজে যাওয়ার জন্য ফেরিকেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। আর এই নৌ-পথ বা জল পথে পরিবহণকে আরও উন্নত করে তুলতে নয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। সূত্রে খবর, নিত্যযাত্রীদের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে একাধিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যা কার্যকর হবে রাজ্যের বিভিন্ন নৌপথে। শুধুমাত্র যাত্রী পরিবহণ নয়, পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। এক হাজার কোটির বেশি টাকা খরচ করে ফেরি পরিষেবার আমূল পরিবর্তন ঘটানো হবে। এর জন্য একটি প্রকল্পও নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। যেখানে মোট খরচ হবে ১হাজার২১ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের তরফে ৩০৬ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে আর বিশ্ব ব্যাঙ্ক দিয়েছে ৭১৫ কোটি টাকা। ২০১৭ সালে এ বিষয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্ককে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালে অনুমোদন পায় রাজ্য। ৫ বছরের মধ্যে পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে জানানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে ত্রিবেণী থেকে গেঁওখালি ও কল্যাণী থেকে নূরপুর- গঙ্গার বুকে এই দুই নৌ-পথকে রাজ্য সরকার এই বিশেষ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছে। রাজ্যের তরফে সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন অন্তত ৫ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করেন ও ৬০০ টন পণ্য ফেরি হয় ওই দুই নদীপথে। তাই ওই ফেরিঘাট থেকে নৌযান সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করে তোলা দরকার বলেই মনে করছে রাজ্য সরকার।

মহিলা ক্যাব চালকের শ্লীলতাহানির চেষ্টা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল শহর কলকাতায়। এক মহিলা ক্যাব চালককে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠস এক যাত্রীর বিরুদ্ধে। অবশেষে গড়িয়াহাট থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন ওই উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে এক যাত্রী ক্যাব বুক করেন। গড়িয়াহাটের একটি হোটেলে যাবেন বলে তিনি ক্যাবে ওঠেন। মহিলা ক্যাব ড্রাইভারের অভিযোগ, গাড়ির পিছনের আসনে বসেও তিনি বারবার মহিলাকে আপত্তিজনকভাবে ছোঁয়ার চেষ্টা করছিলেন।

একাধিকবার নিষেধ সত্ত্বেও ওই মহিলার কথা শোনেননি অভিযুক্ত। শেষে ওই মহিলা ক্যাব ড্রাইভার ওই ব্যক্তিকে ক্যাব থেকে নেমে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আরোহী তাঁকে আশ্বস্ত করে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছন।

অভিযোগ, গন্তব্যে ছেড়ে আসার পর থেকেই ক্রমাগত মেসেজ করতে শুরু করেন ওই আরোহী। কুপ্রস্তাব দিতে থাকেন তিনি। এরপর ওই মহিলা চালক পুরো ঘটনাটি অনলাইন ক্যাব অপারেটর গিল্ডকে জানান। গিল্ডের সদস্যরা মঙ্গলবার রাতে ওই হোটেলের সামনে গিয়ে মহিলাকে দিয়ে ফোন করে নীচে ডাকেন অভিযুক্তকে। ওই ব্যক্তি সেখানে আসতেই তাঁকে ধরে নিয়ে গড়িয়াহাট থানায় তুলে দেওয়া হয়। মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নির্যাতিতা মহিলা বলেন, ‘উনি বারবার পিছনের সিটে বসে আমাকে স্পর্শ করছিলেন। আমি ওনাকে বলি স্যর আপনি নেমে যান। আমায় ভাড়া দিতে হবে না। এরপর উনি বললেন আপনি সেফলি চলুন। ওনাকে গড়িয়াহাটের একটি হোটেলে নামানোর পর থেকেই মেসেজ করেন। কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়। এরপর আমি ইউনিয়নকে জানাই। পরে পুলিশের কাছে অভিযোগ করি। ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

দক্ষিণেশ্বরে শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠে প্রস্তাবিত শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল বুধবার। মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী স্মরনানন্দজী মহারাজ। আগামীদিনে এখানেই গড়ে উঠবে শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির। মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজ, দক্ষিণেশ্বর দেবত্ত ট্রাস্টের সম্পাদক কুশল চক্রবর্তী, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া-সহ বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানে দক্ষিণেশ্বরে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। এদিন সকালে বিশেষ পুজোর পর অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। মা ভবতারিণীর দর্শন পেতে ভক্তরা ছুটে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। এবার দক্ষিণেশ্বরে বাড়তি আকর্ষণ হতে চলেছে শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির।

ওষুধের দোকানে কাজ করেও যোগাসনে সোনা জয় রোশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে আয়োজিত ‘এশিয়া পেসিফিক ইন্টারন্যাশনাল যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৩ প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জয় করে ব্যারাকপুরে ফিরলেন রোশন সিং। আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় ৩১-৪০ বছর বয়সী বিভাগে অংশ নিয়েছিলেন রোশন। মঙ্গলবার রাতে তিনি ব্যারাকপুরের কে এন মুখার্জি রোডের বাড়িতে যখন ফেরেন, তখন এলাকায় খুশির হাওয়া।

বুধবার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সোনা জয়ী রোশনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ছেলেবেলা থেকেই অভাবের সংসারে বেড়ে ওঠা রোশনের। তবুও যোগাসনে তিনি জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেছেন। ওষুধের দোকানে কাজ করা রোশন আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সাহস পাচ্ছিলেন না। তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন প্রশিক্ষক সুদীপ দাস। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে লড়াই করে আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় সোনা জয় করার খ বরে খুশি রোশনের পরিবারও। রোশন জানালেন, ‘দেশ তথা রাজ্য সর্বোপরি ব্যারাকপুরের নাম উজ্জ্বল করতে পেরে ভীষন আনন্দ লাগছে। তবে এই জয়ের কৃতিত্ব কিন্তু তাঁর প্রশিক্ষকের। লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রশিক্ষক সাহায্যও করেছেন এবং সাহসও জুগিয়েছেন।’ অন্য দিকে প্রশিক্ষক তথা স্বস্তিক অষ্টাঙ্গ অ্যাকাডেমির কর্নধার সুদীপ দাস বলেন, ‘তাঁর একাডেমির গর্ব রোশন। খুব গরিব পরিবারের সন্তান এই রোশন। তিনি ছাড়াও গুটি কয়েক শুভানুধ্যায়ী ওর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।’

সুদীপবাবুর কথায়, ‘আশা করেছিলাম রোশন ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। ওকে লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু আজ আনন্দে দুজনের চোখে জল নেমে এসেছে।’ যোগা প্রশিক্ষক সুদীপ দাস আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘ব্যারাকপুরের বুকে রোশনের মতো অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে। ওদেরকে সহযোগিতা করতে যেন সরকার এগিয়ে আসে।’

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

নিম্নোক্ত টেবলে বর্ণিত নোটিশ প্রাপকগণকে কারণ দর্শানোর নোটিশ(গুলি) ইস্যু করা হয়েছিল। উক্ত এসসিএন(গুলি) নথি অনুযায়ী সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বন্টন করা সম্ভব হয়নি। বিস্তারিত এসসিএন(গুলি) নিম্নোক্ত টেবলে বর্ণিত অনুযায়ী :

নোটিশ প্রাপকের নাম	নোটিশ প্রাপকের ঠিকানা	স্ক্রিপ/মামলা নাম	নোটিশের তারিখ এবং নং
অতুল তান্না	এইচইউএফ, ৪৭এ নলিনী শেঠ রোড কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী	১২.০৮.২০২২, ০৪.০৮.২০২২, ৪৪০৮২/১/২০২২
বেস্টওয়ে ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেড	৯১২ লাল বাজার স্ট্রিট, রুম নং ৩০৭৮,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১	বিএসইতে -লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী	১০.০৮.২০২২
কাঞ্চন আগরওয়াল	৬৩এ, বন্ডেল রোড, ২য়তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯	বিএসইতে -লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী	২৭.০৯.২০২১ ইএফডি২/এইচও/ইএফডি২-এসডি/পি/ওডব্লু/০০০০২ ৪০৫৩/১
কাংক্রিয়া কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড	২০ বি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৯	বিএসইতে -লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী	১১.০৮.২০২২, সেবি/এইচও/জিএসডি/ইএসটিবি-২/পি/ওড্রু/২০২২/ ৪১৯৯২/১

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ(গুলি)এতদ্বারা এসসিএন(গুলি)ডিভিশন ৬, এনকোয়ারিস অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন ডিপার্টমেন্ট,সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া, সেবি ভবন ২, প্লট সি-৭,‘জি’ ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা(পূর্ব), মুম্বই- ৪০০০৫১ ঠিকানা থেকে সংগ্রহ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নোটিশ(গুলি) এসসিএন এর কপি সেবির অফিসের ওয়েবসাইট (www.sebi.gov.in) ‘‘আনসার্ভড সমনস/নোটিশেস’’ শীর্ষক অধীন থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে বা এসসিএন -এর একটি কপি পেতে পারেন amitk@sebi.gov.in / agnesj@sebi.gov.in -তে অনুরোধ পাঠিয়ে।

উত্তর, যদি কিছু থাকে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে দাখিল করতে পারেন।

তারিখ : ০৬.০৯.২০২৩
স্থান : মুম্বই

অমিত কাপুর
জেনারেল ম্যানেজার
অ্যাডজুডিকেটিং অফিসার

cbc 15204/11/0154/2324

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং শুনানির নোটিশ

নিম্নোক্ত টেবলে বর্ণিত নোটিশ প্রাপকগণকে কারণ দর্শানোর নোটিশ(গুলি) ইস্যু করা হয়েছিল। উক্ত এসসিএন(গুলি) নথি অনুযায়ী সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বন্টন করা সম্ভব হয়নি। বিস্তারিত এসসিএন(গুলি) নিম্নোক্ত টেবলে বর্ণিত অনুযায়ী :

ক্র. নং	নোটিশ প্রাপকের নাম	নোটিশ প্রাপকের ঠিকানা	স্ক্রিপ/মামলা নাম	নোটিশের তারিখ এবং নং
১	বিক্রম আনন্দ এইচইউএফ	১৬০২, টাওয়ার ১৫, ক্লোজ সাউথ নির্ভানা কান্ট্রি, সাউথ সিটি ২, গুরগাঁও, হরিয়ানা – ১২২০১৮	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এসইবিআই/এইচও/ডিইপিএ-৩/ ডিইপিএ-৩-এসএসইউ/পি/ওডব্লু/২০২১/ ০০০০১৫১৮৭/১ তারিখ ১৪ জুলাই, ২০২১
২	অ্যাডভেন্ট কোমোসেলস প্রাঃ লিঃ	ঠিকানা ১ : ২৮৪, বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০১২ ঠিকানা ২ : পি-৮, ব্রাবোর্ন রোড, কলকাতা- ৭০০০০১	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এসইবিআই/এনআরও/ওডব্লু/২০২২/ ১৩১১৩/১ তারিখ ৩০ মার্চ, ২০২২
৩	অ্যাডভান্টেজ ডেলট্রেড প্রাঃ লিঃ	ঠিকানা ১ : ৩১, শিব ঠাকুর লেন, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০৭ ঠিকানা ২ : ১৮৬/১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০৪	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এসইবিআই/এনআরও/ওডব্লু/২০২২/ ১৩৭৬৭/১ তারিখ ৩১ মার্চ, ২০২২
৪	নিশা আনন্দ	অ্যাপার্টমেন্ট ১০০৩, টাওয়ার– ২, গুরগাঁও – ১২২০০১	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এসইবিআই/এইচও/আরআরডি/আরডি/২/ এসএ/এএস/৩০০৭৩/২০২১ তারিখ ২৭ অক্টোবর, ২০২১
৫	পুশাপধাম বিজনেস প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বেকার পারসিসটেন্ট ইনফোটেক প্রাঃ লি)	ঠিকানা ১ : ১৩, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ৪র্থ ফ্লোর, রুম নং ৪০২, কলকাতা – ৭০০০১২ ঠিকানা ২ : রুম নং ৮এ, ৯/১২, লাল বাজার স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, ব্লক ই, কলকাতা - ৭০০০০১	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এসইবিআই/এইচআরডি/এইও/ওডব্লু/ ০০০০০৩৪৯৮২/২০২১/১ তারিখ ৩০ নভেম্বর, ২০২১

১৪.০৯.২০২৩ বিকাল ৩.০০ টায় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, সেবি ভবন -২, প্লট নং সি -৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (ডি), মুম্বাই -৪০৫১-এ নোটিশপ্রাপ্তদের শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ(গুলি)এতদ্বারা এসসিএন(গুলি)ডিভিশন ৬, এনকোয়ারিস অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন ডিপার্টমেন্ট, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া, সেবি ভবন ২, প্লট সি-৭,‘জি’ ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা(পূর্ব), মুম্বই- ৪০০০৫১ ঠিকানা থেকে সংগ্রহ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নোটিশ(গুলি) এসসিএন এর কপি সেবির অফিসের ওয়েবসাইট (www.sebi.gov.in) ‘‘আনসার্ভড সমনস/নোটিশেস’’ শীর্ষক অধীন থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে বা এসসিএন -এর একটি কপি পেতে পারেন bijus@sebi.gov.in/rishabhg/sebi.gov.in/yashk@sebi.gov.in-তে অনুরোধ পাঠিয়ে। নোটিশ (গুলি) যদি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শুনানির ইচ্ছা করে তবে উপরে উল্লিখিত ইমেলটিতে তা অবহিত করা যেতে পারে।

যদি উত্তর না পাওয়া যায়, বা নোটিশ (গুলি) বা অনুমোদিত প্রতিনিধি শুনানির জন্য উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন, তবে সেবি রেকর্ডে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এই বিষয়ে আরও এগিয়ে যাবে।

তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
স্থান : মুম্বই

বিজু এস
অ্যাডজুডিকেটিং অফিসার

cbc 15204/11/0155/2324

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং শুনানির নোটিশ

নিম্নোক্ত টেবলে বর্ণিত নোটিশ প্রাপকগণকে কারণ দর্শানোর নোটিশ(গুলি) ইস্যু করা হয়েছিল। উক্ত এসসিএন(গুলি) নথি অনুযায়ী সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বন্টন করা সম্ভব হয়নি। বিস্তারিত এসসিএন(গুলি) নিম্নোক্ত টেবলে বর্ণিত অনুযায়ী :

ক্র. নং	নোটিশ প্রাপকের নাম	নোটিশ প্রাপকের ঠিকানা	স্ক্রিপ/মামলা নাম	নোটিশের তারিখ এবং নং
১	অলনিউ ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাঃ লিঃ	৯/১২ লালবাজার স্ট্রিট, ব্লক এ, ২য় ফ্লোর, রুম নং ৬৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ – ৭০০০০১ ২৮৫বি, বিপীন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা, পঃবঃ – ৭০০০১২	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/ ডিসিআর২/পি/ওডব্লু/২০২২/ ৯৫৯৩/১ তারিখ ০৭ মার্চ, ২০২২
২	রাজন কুমার গুপ্তা এইচইউএফ	২২, রবীন্দ্র সরণি, বউবাজার, পোও সি আর এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ – ৭০০০৭৩	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এও/এসওয়াই/এসসিএন/আর/১৭/ ৮২১/২০২১ তারিখ ০৪ অগস্ট, ২০২১
৩	রাজবর্ধন ফাউন্ডেশন	ফ্ল্যাট নং বি৪০৪, নিউ পঞ্চশীল কো-অপাঃ সোসাইটি, টার্নার রোড, গুরু নানক লেন, বান্দ্রা পশ্চিম, মুম্বই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৫০	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এসইবিআই/এইও/আইএসডি/এসপি/২০২২/ ০০০০৪৬০০০/১ তারিখ ২৯ অগস্ট, ২০২২
৪	আকাশদীপ সিং	৩০৫-এ, মডেল টাউন এক্সটেনশন, লুধিয়ানা, পাঞ্জাব, ১৪১০০২	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এডিজে/এএস/এএমকে/ওডব্লু/পি/ ১৭২৬০-৪//২০২১ তারিখ ৩০ জুলাই, ২০২১
৫	রজনীকান্ত নাথালাল কানান্নি এইচইউএফ	৭৫২, ই ওয়ার্ড, শাহুপুরী, কোহালপুর, মহারাষ্ট্র - ৪১৬০০১	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এসইবিআই/এইচও/আইএসডি২/এসপি/পিবি/ ২০২২/১৩০৭৬/১ তারিখ ৩১ মার্চ, ২০২২
৬	হর্ষ বেঙ্গানী বেনিফিট ট্রাস্ট	১২৪, এমজি রোড, বড়বাজার,ক লকাতা, পশ্চিমবঙ্গ – ৭০০০০৭	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এসইবিআই/এইচও/সিডিএমআরডি/সিডিএমআর ডি_ডিআইএ২/পি/ওডব্লু/২০২১/২০৮৪২/১ তারিখ ২৫ অগস্ট, ২০২১
৭	হরপ্রীত কাউর	৩০৫এ, মডেল টাউন এক্স. ইশমিত সিং চক, লুধিয়ানা, পাঞ্জাব - ১৪১০০২	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এসইবিআই/এইচও/সিডিএমআরডি/সিডিএমআর ডি_ডিআইএ২/পি/ওডব্লু/২০২১/২০৬৫৫/১ তারিখ ২৪ অগস্ট, ২০২১
৮	গৌরব বেগনানী বেনিফিট ট্রাস্ট	#১২৪, এমজি রোড, বড়বাজার,ক লকাতা, পশ্চিমবঙ্গ – ৭০০০০৭	বিএসইতে লিকুইড স্টক অপশন লেনদেনকারী (আইএসও)	এইচআরডি/এডিজে/পিএম/ওডব্লু/২৪৫৪/১/ ২০২২ তারিখ ২০ জানুয়ারি, ২০২২

১৪.০৯.২০২৩ বিকাল ৩.০০ টায় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, সেবি ভবন -২, প্লট নং সি -৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (ডি), মুম্বাই -৪০৫১-এ নোটিশপ্রাপ্তদের শুনানির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ(গুলি)এতদ্বারা এসসিএন(গুলি)ডিভিশন ৬, এনকোয়ারিস অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন ডিপার্টমেন্ট, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া, সেবি ভবন ২, প্লট সি-৭,‘জি’ ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা(পূর্ব), মুম্বই- ৪০০০৫১ ঠিকানা থেকে সংগ্রহ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নোটিশ(গুলি) এসসিএন এর কপি সেবির অফিসের ওয়েবসাইট (www.sebi.gov.in) ‘‘আনসার্ভড সমনস/নোটিশেস’’ শীর্ষক অধীন থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে বা এসসিএন -এর একটি কপি পেতে পারেন bijus@sebi.gov.in/rishabhg/sebi.gov.in/yashk@sebi.gov.in-তে অনুরোধ পাঠিয়ে। নোটিশ (গুলি) যদি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শুনানির ইচ্ছা করে তবে উপরে উল্লিখিত ইমেলটিতে তা অবহিত করা যেতে পারে।

যদি উত্তর না পাওয়া যায়, বা নোটিশ (গুলি) বা অনুমোদিত প্রতিনিধি শুনানির জন্য উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন, তবে সেবি রেকর্ডে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এই বিষয়ে আরও এগিয়ে যাবে।

তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
স্থান : মুম্বই

বিজু এস
অ্যাডজুডিকেটিং অফিসার

cbc 15204/11/0156/2324

সম্পাদকীয়

বারবার কেন সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা?

ইতিহাসের নিরিখে সত্যিই আমরা এক মহাসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। পালিত হল স্বাধীনতার ৭৬তম বর্ষ। কিন্তু আনন্দের মধ্যেও যেন লেগে রয়েছে কিছুটা মালিন্য। তার কারণ, এখন যারা দেশের সরকারে, যাদের নেতৃত্বে এই স্বাধীনতার অমৃতকাল পালিত হচ্ছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের পূর্বসূরি হিন্দু মহাসভা, আরএসএস কোনওদিন স্বাধীনতার মহান লড়াইয়ের অংশীদার ছিল না। আজ যে মানুষটি ভারতীয়দের নয়নের মণি, সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে একদিন কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং হিন্দুত্ববাদী শক্তি বিপাকে ফেলার চেষ্টা করেছিল। আজ অনেকেই নিজেদের বিপ্লবী বানিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ভুয়ো গল্প ফেঁদে বসেছে। নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে কল্পকথা লেখা হচ্ছে। স্বাধীনতাকালে নিজেদের কলঙ্ক মুছে সঙ্ঘ পরিবারের অনুগতদের দিয়ে নতুন ইতিহাস লেখানো হচ্ছে! লেখা হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনে সঙ্ঘ পরিবারের উজ্জ্বল ভূমিকার কথা। সম্প্রতি এনিয়ে গাদা গাদা বই বেরচ্ছে। সেখানে থাকছে শুধুই হিন্দুত্ববাদী শক্তির জয়জয়কার। পিছন থেকে একদিন যাঁরা স্বাধীনতার আন্দোলনকে ভণ্ডুল করে ইংরেজ বাহাদুরদের অনুগ্রহ লাভ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ প্রথম সারিতে এসে বসেছেন। তাঁদের মূর্তিতে মালা দিয়ে ইতিহাসকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে সঙ্ঘ পরিবারের কেউ কেউ। অটলবিহারী বাজপেয়ি প্রথম ক্ষমতায় আসার পর ঠিক হল, স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দুত্ববাদী নেতাদের অবদানকে বড় করে তুলে ধরতে হবে। সব কলঙ্ক মুছতে তখন থেকেই শুরু হল ইতিহাস বুননের অন্য ধারা। এতদিন কংগ্রেস তার আন্দোলনকে তুলে ধরে দেখিয়েছে এদেশে স্বাধীনতা এনেছে তারাই। তার পাল্টা তরজা শুরু করেছিল আরএসএস। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সেই তরজা এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে। গত পাঁচ-ছয় বছরে মোদিজির অনুপ্রেরণায় এরকম প্রচুর ইতিহাসের বই লেখা হয়েছে, যেখানে সাভারকর, হেডগেওয়ার, হোলওয়ালকর, শ্যামাপ্রসাদ, নাথুরামরা আন্দোলনের পুরোভাগে ঠাঁই পেয়েছেন। এসবের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছেন অনেকে।

জন্মদিন

আজকের দিন

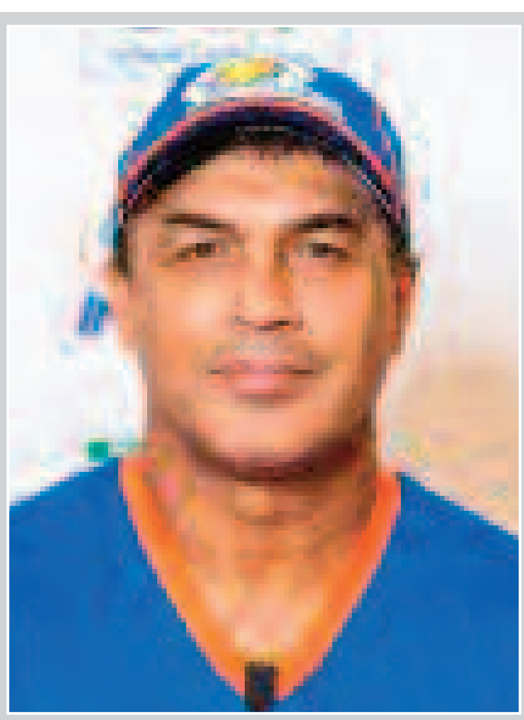

রবিন সিং

১৯২৩ আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ রামজেঠমালানির জন্মদিন।
১৯৪৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তথাগত রায়ের জন্মদিন।
১৯৬৩ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবিন সিংয়ের জন্মদিন।

‘ফিয়ার অফ মিসিং আউট’

ড. গৌতম সরকার

অনেক বছর আগে পড়া একটা কবিতার কথা মনে পড়ল। কবির নাম, কবিতার নাম কিচ্ছু মনে নেই। নিজে কবি বা কবিতাপ্রেমী না হলেও কিভাবে যেন কবিতাটা মনের মধ্যে একটা দাগ রেখে গেছে। কবিতাটির ভাবার্থ ছিল এইরকম- কোনও এক রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে চারজন বৃদ্ধ বসে আছেন। একজন একমনে বই পড়ছেন, একজন পেসেন্স খেলছেন, একজন আনমনে বাইরে তাকিয়ে আছেন আর বাকি একজন কিছু একটা করছেন। কবিতার শেষ দুটি লাইন ছিল কতকটা এইরকম —

‘একটা ঘরে চার চারজন বৃদ্ধ মানুষ বসে আছে,
কিন্তু কেউ কারুর সাথে কথা বলছে না।’

কবিতাটা অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের লেখা, সেই অর্থে মানুষের একলা হয়ে থাকার ইচ্ছে, অর্থাৎ নিজেকে আলাদা স্পেস দেওয়া, সর্বোপরি নিজের জন্য একটা ক্লাস বরাদ্দ করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে স্বার্থকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর হয়ে ওঠা শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। আজকে যাদের আমরা প্রযুক্তি সর্বস্ব সামাজিক সম্পর্কহীন অদ্ভুত প্রজন্ম বলে দাগিয়ে দিচ্ছি তারা কিন্তু ওই মানুষগুলোরই উত্তরসূরী। আজকের ডিজিটাল দুনিয়া বাস্তবতার গুরুত্ব কমিয়ে ভার্চুয়াল জগতে অন্ধ বিচরণের মধ্যে দিয়ে মানুষের মুখোমুখি সংযোগের সুতোটা ছিঁড়ে দিচ্ছে, আর মানবসমাজ নিজেকে সেই কুম্ভীপাকে জড়াতে জড়াতে এক ভয়ংকর ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলেছে সেদিকে কারোর খেয়াল নেই, মাথাব্যাথাও নেই।

বছর আষ্টেক আগের কথা, দুনিয়া তখনও সেভাবে গুগল ম্যাপের আন্তর্জালে নিজেকে আটকে ফেলেনি। জীবনে প্রথমবার উত্তর কলকাতার দুর্গাপুজো দেখতে গেছি। শোভাবাজার রাজবাড়ীর ঠাকুর দেখে বেরিয়ে একটি অল্পবয়সী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ক্ষ্মভাই, আমরা এই এলাকায় নতুন, একটু গাইড করে দাও তো কিভাবে এদিককার ঠাকুরগুলো পরপর দেখে উঠতে পারি।ক্ষ্ম ছেলেটি সাবেকি মতে আমাদের সুলুকসন্ধান দিতে শুরু করতেই ছেলেটির বাহুতে এক মৃদুটান দিয়ে তার সঙ্গিনী কলকণ্ঠে বলে উঠল, ‘আঙ্কল আপনি গুগল ম্যাপ ওপেন করে নিন, ওখানে সব পেয়ে যাবেন।’ প্রেমসে নারীর সুখটান কে কবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, সঙ্গিনীর টানে পিছোতে পিছোতে ছেলেটা তখনও কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেও আমার যা বোঝার বোঝা হয়ে গিয়েছিল। আমরা দুজন স্রেফ চোখ বুজে দর্শনার্থীদের পায়ে পা মিলিয়ে শোভাবাজার থেকে বাগবাজারের মধ্যেকার সব ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরে এলাম। একটা সত্য উপলব্ধি হল, যন্ত্র এবার তুমুল হর্ষে সামাজিক যোগাযোগের পথগুলোকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরতে শুরু করে দিয়েছে।

আপনি হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে এনজেপি যাবেন, থ্রি-এসি বা টু-এসি কামরা বুক করেছেন, তার মানে একই ক্যুপে আরও তিন বা পাঁচজনের সাথে ১২-১৪ ঘন্টার সফর। আজ থেকে পাঁচ বছর আগেও সহযাত্রীদের মধ্যে আলাপ-প্রলাপ, হৃদ্যতা-কৃতজ্ঞতা পেরিয়ে ঠিকানা আর ফোন নম্বর চালাচালি করতে করতে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যেত। সেইদিন আজ আর নেই। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি, আমাদের সঙ্গে একই ক্যুপে ট্রাভেল করেছে ২০-২২ বছরের একটি মেয়ে, বারো ঘন্টার সফরে একবারও চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকায়নি। ফলস্বরূপ, গন্তব্যে পৌঁছে যখন গাড়ির খোঁজ চালাচ্ছি, তখন সেই মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হলেও দৃষ্টিতে পরিচিতির কোনও চিহ্ন ছিলোনা। আজকের দুনিয়া হল অনেক মানুষের মধ্যে থেকেও একা থাকার অধ্যয়ন। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় না গিয়ে ভার্চুয়াল দুনিয়ায় নৈর্ব্যক্তিক যোগাযোগে লাইক, কমেন্টস, শেয়ারের হিসাব রেখে দিন গুজরান। পাশের লোকটির সাথে কথা না বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় অজস্র চ্যাট, কমেন্টস, শেয়ার আর লাইকসের জগতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এককথায় স্বল্প সময়ে কম পরিশ্রমে নিজেকে অধিক পরিচিত এবং জনপ্রিয় করে তোলার সোনার কাঠির সন্ধান আমরা পেয়ে গেছি। দোকানপাট থেকে ভ্রমণ, মিটিং-মিছিল থেকে ভোজন, যৌনতা থেকে বিনোদন, সিনেমা, গান, নাটক থেকে শুরু করে জুয়াখেলা, ব্যাঙ্কিং থেকে শেয়ার মার্কেট, সব্জি থেকে সাবমেরিন সবকিছুর আপডেটস আজ হাতের মুঠোর ছোট্ট এক যন্ত্র দিয়ে চলেছে, ভাবা যায়! প্রতিটা মানুষের প্রত্যেকটা মুহূর্ত কেড়ে নিচ্ছে মুঠোফোন। স্কুলের দিদিমণি থেকে শুরু করে ঠেলাওয়ালা, পাইলট থেকে ডাববিক্রেতা, ক্যানিং লোকালের কাজের মাসি থেকে শুরু করে কর্পোরেট অফিসার, তিন বছরের শিশু থেকে দেশের প্রেসিডেন্ট সবাই উচাটন ওই ছয়-বাই-আড়াই ইঞ্চির খুদে যন্ত্রে আসা নোটিফিকেশনের ‘টুং’ আওয়াজে। ফোন হারিয়ে গেলে, চুরি গেলে, বা কয়েকঘন্টা নেট পরিষেবা বন্ধ থাকলে মানুষের মনের মধ্যে হায় হায় রব ওঠে। ওই কত কি ঘটে গেল জানতে পারলাম না, সকালে দেওয়া পোস্ট কত শেয়ার, লাইক বা কমেন্টস পেল দেখতে না পেলে শরীর আনচান।

উত্তুঙ্গ পাহাড় বা অসীম পারাবারের সামনে দাঁড়িয়ে যদি মোবাইল নেটওয়ার্ক না পাওয়া যায় তাহলে মনে হয় সব মিথ্যে হয়ে গেল, এমনকি সামনের পাহাড়-সমুদ্রও। এই যে সতত ভার্চুয়াল দুনিয়ায় আটকে থাকার প্রয়াস, এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হলে সব হারানোর অনুভূতি, এটাকেই বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হচ্ছে, ‘ফিলিং অফ মিসিং আউট’ বা সংক্ষেপে ‘ফোমা’। বাংলা করলে দাঁড়ায় ‘হারিয়ে যাওয়ার বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়।’

’ফোমা’ হল একটি সামাজিক ব্যাধি, যার শিকার আমি-আপনি সমেত আপামর জগতবাসী। সবাই এই রোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লেখালিখি, বক্তৃতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম সবই হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও দিনের পর দিন আমরা সমস্যার গভীর থেকে গভীরতর অংশে তলিয়ে যাচ্ছি। লেখিকা ক্যাথেরিন প্রাইস তাঁর জনপ্রিয় বই ‘হাউ টু ব্রেক আপ উইথ ইওর ফোন’-এ এই ফোমো অ্যাংজাইটি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মোবাইল ফোন কখনোই মানুষের বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম হতে পারেনা। তাই মোবাইল ফোনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে অন্য ভালোলাগা অভ্যাসগুলোর জন্য সময় বরাদ্দ করতে হবে। বই পড়া, গান শোনা, ছবি আঁকা, লেখালিখি, খেলাধুলা, গানবাজনা এরকম হাজারটা মাধ্যম আছে যেগুলোতে মানুষ দশবছর আগেও মজে থাকতো, আজ মোবাইল ফোন সবকিছু কেড়ে নেবে, মুছে দেবে, আমরা জেনেশুনে সব মেনে নেব!

এখনও সবটা হাতের বাইরে বেরিয়ে যায়নি। করোনাকাল আমাদের অস্তিত্বের শিকড়টা নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। দুবছর স্কুল বন্ধ আর অনলাইন পঠন পাঠনের জেরে বাবামায়েরা বাচ্চাদের স্মার্টফোন কিনে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই থেকেই সমস্যার শুরু। পড়াশোনা অফলাইনে ফিরে এলেও তাদের হাতে মোবাইল ফোনটি রয়ে গেছে, আর সেখান থেকে বাচ্চাদের মধ্যেও মোবাইল মগ্নতা তৈরি হয়েছে। শুধু বইয়ে লেখা পথ ধরে নয়, প্রত্যেক ঘরে ঘরে মোবাইলকে বেঁচে থাকার নয়, যোগাযোগের একটা মাধ্যম হিসেবে ভাবতে শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে। তাহলেই আবার সামাজিকতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্কগুলো ফিরে আসবে। ফুটবল মাঠ, চায়ের দোকান, পাড়ার রক, ক্লাবঘরে তর্কের তুফান উঠবে। যন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মানুষ আবার সামাজিক হয়ে উঠবে।

লেখক: অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক
ছবি: ঋণ ইন্টারনেট

আজ কৌশিকি অমাবস্যা — দেবী পুরাণ অনুসারে, মা কৌশিকী কে?

বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী

মা দেবী কৌশিকী। ভাদ্র অমাবস্যা তিথিতে, দেবগন- যাঁর পাদপদ্ম ধুলি, মস্তকে ধারন করে বিজয় লাভ করেছেন।দারিদ্রতা-ব্যাধি-শত্রু-বিপদ নাশ হয় যাঁর সাধনায়, তিনি-ই- জগৎ পালনকারী, মঙ্গলরূপিণী, সম্পদরূপিণী, সিদ্ধি স্বরূপিনী, মহালক্ষীস্বরূপা জ্যোৎস্নারূপিণী, দেবী দুর্গার শরীর কোষ থেকে উৎপন্না মা কৌশিকী। শ্রীমদ্ দেবীপুরাণ, পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীশ্রী চণ্ডী।

মহিষাসুরমর্দিনী, দেবী দুর্গার শরীরের কোষ থেকে জন্ম ত্রিলোকে খ্যাত দেবী কৌশিকী, ভাদ্র অমাবস্যা তিথ্যামৃত যোগে প্রকট হবেন। কৃষ্ণ বর্ণকার লেলিহান অগ্নিজিহ্বা, ঈষৎ রক্তবর্ণ। পর্বত হিমালয়কে আশ্রয় করে প্রকট হবেন। দেবী পুরাণে পঞ্চম অধ্যায় ৮৫ থেকে ৮৮ শ্লোক।

অতিশয় শুভ স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কন আর অমাবস্যা যোগে পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, দেবী পূজন। অতীতে দেখা গেছে; ভারতীয় উপ মহাদেশে স্বস্তিক চিহ্নের ব্যবহার। স্বস্তিক মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন সম্রাট অশোক। শুভ শক্তির আলোক বিচ্ছুরণ থাকে স্বস্তিক চিহ্নে। অতীন্দ্রিয় অলৌকিক শক্তির প্রকাশ। দেখা গেছে প্রাচীন সভ্যতার মহেঞ্জোদারোতেও। পাওয়া গেছে সেই স্বস্তিক চিহ্নর ব্যবহার।

কৌশিকী অমাবস্যায় মনোকামনা পুরণে হবে বৈদিক মহাযজ্ঞ। বৈদিক নিয়মে পাঁচটি মহাযজ্ঞ হবে অমাবস্যা তিথির পূর্ণতায়। ব্রহ্মযজ্ঞ। পিতৃযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ। ভূতযজ্ঞ। ণৃ-যজ্ঞ।

কৌশিকী অমাবস্যায়, তারাপীঠ মহাশ্মশানে, শিমুলতলায়, সাধক শ্রেষ্ঠ বামাখ্যাপা করেছিলেন মাতৃ সাধনা। পরম্পরা ধরে হাজার তন্ত্র সাধক, ভৈরব -ভৈরবী অঘোর-অঘোরী মন্ত্র সাধনা করবেন। আজ তারাপীঠে, বীজ মন্ত্র উচ্চারণে, অগ্নির ধুমায়িত পরিবেশে, হবে মাতৃ শক্তি নীল সরস্বতীর মন্ত্র উচ্চারণ। তারামা- কৌশিকীর প্রিয় মহাশঙ্খ মালায় জপে মনোবাঞ্ছা পূরণ। সতর্ক থাকা উচিত তুলসী, গোময়, গঙ্গাজল অথবা শালিগ্রাম যদি স্পর্শ হয়, সেই মালা কে অস্পৃশ্য বলে নিষেধ।

আজ ১৪ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। অমাবস্যা ভাদ্র প্রাতঃকাল ৫৩১ মিনিটে শুভারম্ভ কাল। কৌশিকী অমাবস্যা তিথির সমাপ্তি ১৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার প্রাতঃকাল ৫টা ৩২ মিনিটে।

দেবী পুরাণ বর্ণিত ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ রাজন সুরথ, সমাধি বৈশ্য যেমন দেবী সাধনা করেছিলেন, তেমনি আজ নিজ মন মধ্যেই স্থিত করতে হবে কৌশিকী মাতৃ দেবী মা তারার বিমুর্ত ছবি। যোগ্য পূজাস্থানে দেবীর কল্পিত মূর্তি বা সতী পিঠের শক্তি মন্দিরে। স্বস্তিক- পুষ্প-ফলমূল-চন্দন ও হোমাগ্নি- দ্বারা ফলমুল আহারান্তে, সমস্ত ইন্দ্রিয় বিজয় করে, দেবীর চিন্তায় মন নিবিষ্ট করে, দেবীর জপ তপ হ্রী স্ত্রীং হূং মন্ত্র দ্বারা অতীন্দ্রিয় শক্তির অন্বেষণে স্থির চিন্তায় থাকতে হবে।

পুজোর তান্ত্রিক মন্ত্র

ওঁ হ্রীং একজটে, এরপর শঙ্খ মালায় শত জপান্তে, শরীরের মুলাধর চক্রে কোটি সুর্যের আলোক ও নাভিদেশে মেঘ সদৃশ চিন্তায় সাধনা সহস্রাধারে যাবে। তারপরে সাধকের যজ্ঞানুষ্ঠান।

মা কৌশিকী তোমার কৃপা বর্ষিত হোক। তোমায় প্রনাম। দেবী মহাকালী, দেবী তারা নীল সরস্বতী, শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভে উন্মুখ সকল ভক্ত। তুমি কৃপা কর। সৌভাগ্য প্রদান করে দেবী লক্ষীরূপা- কৌশিকী হয়ে তুমি থাকো ভক্তের অন্তরে।

বঙ্গের জন্ম কি পয়লা বৈশাখে?

সুবল সরদার

আমাদের বঙ্গ নেত্রীর বিচিত্র সাধ। তাঁর এখন বঙ্গের জন্ম দিবস পালনের সাধ হয়েছে। কিন্তু তিনি বঙ্গের জন্ম দিন খুঁজে পাচ্ছেন না। আপনারা বলবেন কেন যে দিন ভারত ভেঙ্গে এ বঙ্গের জন্ম হয় সেদিন বঙ্গের জন্ম দিবস পালিত হবে। জন্মদিনে বঙ্গ দিবস পালিত হলে তো সহজে সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু তা হবে কেন? নেত্রীর ইচ্ছাই এ বঙ্গের জন্ম দিন ঠিক হবে সেদিন তার জন্ম হোক না হোক। কিছু স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা ও তাঁর সঙ্গে সহ মত দিচ্ছেন । আমার খুব আশ্চর্য লাগছে এই জেনে যে তাঁদেরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাঁর মতো। পয়লা বৈশাখে বঙ্গ দিবস পালিত হবে নেত্রীর ইচ্ছা অনুসারে! পয়লা বৈশাখ আর জন্মদিবস দুটো দিবস কি এক সঙ্গে পালন করা হবে? পয়লা বৈশাখ আর বঙ্গ - দু’জনের জন্মদিন কি একই দিনে? এই দিনে কি বঙ্গের জন্ম হয়েছিল?

এতো দিন কেন আমাদের বঙ্গের জন্মদিনের কথা মনে পড়েনি? ৭৭ বছর পর আজ হঠাৎ কেন মনে পড়ছে? বঙ্গ নেত্রী জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে খুশি হতে পারছেন না। তাই তাঁর এখন রাজ্য সঙ্গীত চাই। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ‘বাঙলার মাটি বাংলার জল’ শব্দ পরিবর্তন করবেন -সব তাঁরই ইচ্ছা। ‘বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন,

এক হউক, এক হউক, এক ইউক হে ভগবান’। তিনি চাইছেন না বাঙালি এক হয়ে সুন্দর জীবন যাবন করুক। রবি ঠাকুরের ‘বাঙালি’ শব্দ চয়নে তাঁর আপত্তি আছে। তাই তিনি ‘বাঙালি’ শব্দের জায়গায় বাংলা চাইছেন। এই অর্ধশিক্ষিত,খামখেয়ালীপনা নেত্রীর সঙ্গে তাল মেলাচ্ছেন তথাকথিত এই বুদ্ধিজীবীর দল। তাঁদের বুদ্ধির দৌড় দেখে হাসি লাগে। এই ‘বুড়ো খোকা’রা কি ভুলে গেলেন বঙ্গ ভঙ্গের ইতিহাস? তাঁরা কি জানেন না কিভাবে এ বঙ্গের জন্ম হয়েছে? কবি অন্নদাশঙ্করের সেই কবিতাটি মনে করিয়ে দিই

‘তেলের শিশি ভাঙ্গল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
বাঙলা ভেঙ্গে ভাগ করো ।
তার বেলা?’

বঙ্গীয় আইন পরিষদে ১৯৪৭ সালে ২০ই জুন সরকারি ভাবে অবিভক্ত বাংলা ভেঙ্গে এই বঙ্গের জন্ম হয়। এই বঙ্গের যেমন লাঞ্ছিত ইতিহাস আছে, তেমনি তার জন্মদিনও আছে চির উপেক্ষিত হয়ে । পয়লা বৈশাখ কেন বঙ্গের জন্ম দিন হবে? আমাদের বঙ্গের কি জন্মদিন নেই? জন্ম দিনে জন্ম দিন পালন করার রীতি, তা যেমন শুভ,মঙ্গলময়ও। জন্মদিন ছাড়া অন্যদিনে জন্মদিন পালন করলে বঙ্গের জন্মদিন পালনের কোন তাৎপর্য থাকে? এখন প্রশ্ন কেন আমরা বঙ্গের জন্মদিবস পালন করবো? ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়াবো বলে। কিন্তু আজ ইতিহাসকে ভুলিয়ে এক গভীর চক্রান্তের জাল বিস্তার করছে যা কখনোই কাম্য নয়। ইতিহাস ভুলাতে ইতিহাসের ভুল ব্যাখা দিলে ইতিহাস কি কখনো ক্ষমা করবে?

মতামত: লেখকের নিজস্ব

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাঁকুড়ার পর বিষ্ণুপুরেও বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে!

সামাজিক মাধ্যমে পরোক্ষে সাংসদের সঙ্গে রাজ্য কমিটির সদস্যের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার পর এবার বিষ্ণুপুরেও প্রকাশ্যে এল বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব! রাজনৈতিক মহলের দাবি, কোথাও নাম করে, আবার কোথাও নাম না করে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুজিত অগস্তি। আরও দাবি, বাঁকুড়ার পর বিষ্ণুপুরেও এভাবে দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব সামনে চলে আসায় স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব।

গতকাল বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে দলের বাঁকুড়া জেলা সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে তালাবন্দি হতে হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারকে। দলীয় কার্যালয়ের ভেতরেই দলীয় কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হন বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মন্ডল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সামাজিক মাধ্যমে সামনে চলে এল বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্দ্বন্দ্ব।

ঘটনার সূত্রপাত গতকাল রাতে। জনৈক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফেসবুকে পোস্ট করে লেখেন, 'এবার বাঁকুড়া জেলার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে বিষ্ণুপুরে।' ফেসবুকের এই পোস্ট ট্যাগ করা হয় বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি সুজিত অগস্তিকে। অভিযোগ, এরপরই সামাজিক মাধ্যমের ওই পোস্টের কমেন্টে পদবি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সুজিত নাম করে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ হুঁশিয়ারি দেন দম থাকলে করে দেখা। ওই পোস্টে সাংসদ পরোক্ষে সুজিতের রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন বলে অভিযোগ। এর পালটা সামাজিক মাধ্যমে সরব হন সুজিত অগস্তি। তিনি লেখেন, 'দম থাকলে পদবি নিয়ে লেখ। তারপর দেখাব।'

সামাজিক মাধ্যমে দলের দুই নেতার এই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েন বিজেপি নেতৃত্ব। সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'এই পোস্ট তিনি করেননি। মোবাইল তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারির কাছে থাকে। তিনি এই পোস্ট করে থাকলে বেশ করেছেন।' সাংসদের অভিযোগ, তৃণমূলের সঙেগ হাত মিলিয়েই এসব কথা বলা হচ্ছে। সুজিত অগস্তির দাবি, তাঁকে ট্যাগ করা কোনও পোস্টের দায় তাঁর নিজের নয়। দম থাকলে তিনি আড়ালে থেকে নয় সামনাসামনি লড়ে দেখাবেন। তৃণমূলের কটাক্ষ, এটাই বিজেপির সংস্কৃতি। নিজেদের পায়ের তলার মাটি হারিয়ে বিজেপি এখন নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দলে ব্যস্ত।

সাতসকালে শুট আউট খণ্ডঘোষে, গুলিবিদ্ধ ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: বুধবার সকালে শুট আউটের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধানের খণ্ডঘোষ এলাকায়।

অভিযোগ, বুধবার সকালে বাড়িতে ঢুকে এক ব্যক্তিকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দুই দুষ্কৃতী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় খণ্ডঘোষ থানার কৈয়ড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আড়িন গ্রামে। অভিজিৎ রায় নামের যুবকের কাঁধে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গ্রামে গুলির আওয়াজ পেয়ে হতভম্ব গ্রামের মানুষ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাধবডিহি এলাকার বাসিন্দা বিকু শেখ নামের এক ব্যক্তির কাছে গাড়ি কেনাবেচার ব্যাপারে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন আড়িন গ্রামের অভিজিৎ। এদিন সকালে সেই টাকা ফেরত নিতে মোটর সাইকেলে বিকু শেখ ও আরেকজন অভিজিতের বাড়িতে আসে। সেখানেই প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। তারপরেই গুলি চালিয়ে দেয় বিকু শেখ। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পুলিশের তৎপরতায় ঘটনার প্রায় ৪ ঘণ্টা পরে গ্রেপ্তার হয় বিকু শেখ। এদিন দুপুর নাগাদ জামালপুর এবং হুগলির সীমান্তে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই বন্দুক দিয়েই সে গুলি চালিয়েছিল বলে অনুমান পুলিশের।

বোনকে খুনের অভিযোগ দাদার বিরুদ্ধে, আসানসোলে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে বোনকে মাথায় গুলি করে হত্যা করে চম্পট দেওয়ার অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদেধ। বুধবার দিনদুপুরে এই ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার গৌর মন্ডল রোডের পদ্মতলাও এলাকায়। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত যুবতীর নাম কমল সোনকার (১৯), দাদা রাহুল সোনকার (২২)। অভিযোগ, বোনকে খুন করার পর খুনে ব্যবহৃত বন্দুক নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালান দাদা। পলাতক রাহুলের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আসানসোল দক্ষিণ থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ কৌশিক কুন্ডু। পরে সেখানে আসেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) কুলদীপ সোনেয়াল ও এসিপি (সেন্ট্রাল) দেবরাজ দাস। তাঁরা মৃত যুবতীর পরিবারের সদস্য ও আশপাশের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ আসানসোল দক্ষিণ থানা গৌর মন্ডল রোডের পদ্মতলা এলাকার বাসিন্দারা প্রেম সোনকারের বাড়ির ভেতর থেকে পর পর দু'টি গুলির শব্দ পাওয়া যায়। পরে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা দেখেন, রাহুল সোনকার বাড়ির ভেতর থেকে বেরচ্ছেন। হাতে তাঁর একটা রিভলবার। পরে তাঁরা দেখেন, ঘরের দরজার কাছে পানীয় জলের কলের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে রাহুলের বোন কমল সোনকার। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশকে। পুলিশ রক্তাক্ত অচৈতন্য অবস্থায় কমলকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পুলিশের সঙ্গে জেলা হাসপাতালে আসেন কমলের কাকা প্রদীপ সোনকার। সেখানে এমারজেন্সি বিভাগের চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কমল সোনকারের একবারে মাথার মাঝখানে গুলি চালানো হয়েছে। গুলি মাথায় লেগেছে। আরও জানা গিয়েছে, রাহুল যখন গুলি চালান, তখন তাঁর বাড়িতে বাবা ও মা কেউ ছিলেন না। ডিসিপি (সেন্ট্রাল) বলেন, দাদা রাহুল সোনকার নিজের বোন কমল সোনকারকে গুলি করে খুন করেছে। পরে ঐ যুবক পালিয়ে যায়। তার খোঁজ করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে পারিবারিক অশান্তির কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বোমা বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আইএসএফ এর মদতে কদম্বগাছি উলা মাঝের পাড়া গ্রামে মজুত করে রাখা বোমা বিস্ফোরণ। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার আইএসএফের। তাদের পাল্টা দাবি তৃণমূল এই কাজ করে আইএসএফের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

মঙ্গলবার রাত আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ কদম্বগাছি অন্তর্গত উলা মাঝের পাড়া গ্রামে একটি খেতের পাশে মজুত করে রাখা বোমা বিস্ফোরণ হয়। তীব্রতা এতটাই ছিল যে তার জেরে এলাকা পুরো কেঁপে ওঠে এবং যে স্থানে বিস্ফোরণ হয় সেই স্থানে মাটি বহুদূর উড়ে যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ এই স্থানে এর আগেও বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে এবং এই স্থানে বোমা বাধা হত বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ। এলাকাবাসীর অভিযোগ যে আইএসএফের মদতেই এই ঘটনা এখানে ঘটেছে।

NOTICE

In the Court of Learned 4th Additional District Judge at Paschim Medinipur
Ref:- Mat Suit No. 217/2020
Petition under order- 5 Rule 20 of C.P.C

Smt Manasa Dhir ...Petitioner
-Versus-
Sri Rakesh Prasad ...Respondent

NOTICE

This is to information Sri Rakesh Prasad, S/o- Sri Kamdev Prasad, R/o- Sonamukhi, Jholi, P.O.- Hijli, P.S.- Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur, PIN-721306, that the above named Petitioner has filed an application u/s-13 of Hindu Marriage Act, against you i.e. the respondent Sri Rakesh Prasad.

If the respondent, Sri Rakesh Prasad has any objection then you in person or through your Learned advocate may appear in Court on 14-09-2023 otherwise the matter shall be heard exparte.

By Order
Sanjoy Roy
Serestadar
4th Additional District Judge
Paschim Midnapore

NOTICE

This Information is for all public at large that my client Mr. Nawal Kishore Rathi son of Late Hari Kishan Rathi is working in capacity of Director of M/s Kesarinandan Tradecom Private Limited having its registered office at P-38, William Carey Sarney, 5th Floor, Kolkata – 700 001, West Bengal do hereby state that on Monday, 28th day of August, 2023, about 6.30 PM after collecting the below mentioned original deed from registered office of the Company I was waiting near Tea-board to catch a bus for Salt Lake, I accidently misplaced the above said packet having the following documents :

1. Original Registered Deed of Conveyance dated March 24th, 2014, made between First Party being Dipak Das and Others and Second Party being Kesarinandan Tradecom Private Limited registered before the office of Additional District Sub-Registrar, Durgapur and was recorded in Book – I, CD Volume Number – 6, page from 5089 to 5105 being No. 02369 for the year 2014.
2. Original Registered Deed of Conveyance dated April 17th, 2014, made between First Party being Namita Maji, and Others and Second Party being Kesarinandan Tradecom Private Limited registered before the office of Additional District Sub-Registrar, Durgapur and was recorded in Book – I, CD Volume Number – 8, page from 2845 to 2858 being No. 02978 for the year 2014.
3. Original Registered Deed of Conveyance dated September 08th, 2014, made between First Party being Chandi Charan Kar and Others and Second Party being Kesarinandan Tradecom Private Limited registered before the office of Additional District Sub-Registrar, Durgapur and was recorded in Book – I, CD Volume Number – 19, page from 3535 to 3549 being No. 07128 for the year 2014.
4. Original Registered Deed of Conveyance dated March 24th, 2014, made between First Party being Dipak Das and Others and Second Party being Kesarinandan Tradecom Private Limited registered before the office of Additional District Sub-Registrar, Durgapur and was recorded in Book – I, CD Volume Number – 6, page from 5106 to 5122 being No. 02370 for the year 2014.

My Client has lodged a general diary before the Hare Street Police Station and the same has been numbered as GDE No. – 2299 dated 29th day of August, 2023 and GDE No.- 2399 dated 30th day of August 2023 . If anyone has any claim over the said property or find the deed he or she may contact the undersigned within fourteen days from the date of publication of this notice here of, where after no claim of any nature whatsoever shall be entertained.

Yours Faithfully,
Sd/-
Advocate
(Vikas Baisya)
2, Hare Street, "Nicco House"
v2.ab.organisation@gmail.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
ই সি নং ২৩৯ -২০২২ সালের
কলকাতাস্থ হাইকোর্টে
সাধারণ মূল দেওয়ানি আধিক্ষেত্র
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট
অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড ...অ্যাওয়ার্ড হোল্ডার
-বনাম-
মামনি নস্কর এবং অন্যান্য ...অ্যাওয়ার্ড ডেটর

একটি ভেহিকেল প্রো ১১১৪ -পি (মডেল), ইঞ্জিন নং [illegible], চ্যাসিস নং [illegible], 'জে.কে পার্কিং ইয়ার্ড', [illegible] উত্তর ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) [illegible] ঠিকানায় রাখা আছে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ৪,৫০,০০০ টাকা [illegible] বিক্রির জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ডাক মূল্যের ২০ শতাংশ পরিমাণ বায়না জমা সহ ডিমান্ড ড্রাফটের বা পে অর্ডারে বা পছন্দের ইনস্ট্রুমেন্ট ড্রন আকারে চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেডের অনুকূলে [illegible] ৩য়তল, হাইকোর্ট, কলকাতা [illegible] টা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। আগ্রহী ক্রেতাগণ বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদি সংগ্রহ করবেন অফিস, রুম নং ৫, ২য় তল, ৫, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানা থেকে যেকোনও কাজের দিন ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মধ্যে। উক্তমতে বায়না জমা দাখিলে ব্যর্থ হলে প্রস্তাব বিবেচিত হবে না। সংশ্লিষ্ট সম্পদ মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে ২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখের মাহমান্য বিচারপতি রবি কৃশান কাপুরের নির্দেশ অনুযায়ী।

শ্রী জয়ন্ত সেনগুপ্ত
(অ্যাডভোকেট রিসিভার)

NOTICE

IN THE DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, CHINSURAH, HOOGHLY,
NNICE Building, Ground Floor, Joraghat, P.O- Chinsurah, District- Hooghly, PIN-712101, State- West Bengal.

Execution Application 20 of 2023
Arising Out of Consumer Complaint No 225 of 2013

Sri Kajal Chattopadhyay & ors. .....Petitioner/Dhr
-Versus-
Smt. Sukanya Banerjee & ors. ...Opposite Parties/Jdr

NOTICE THROUGH PUBLICATION

To,
Smt. Sukanya Banerjee
W/o. Sri Partha Banerjee
Proprietor of Shivam Enterprise
Residing at "Succhay", 130, Station Road, P.O. & P.S. Bhadreswar, District- Hooghly, PIN-712124.

Whereas, the above named Petitioner has instituted the above noted Execution Application against you u/s.71/72 of the C.P. Act, 2019 of the Consumer Protection Act, 2019.

You are hereby directed to appear before this Commission on the 25th day of September 2023 at 10.30 o'clock in the Forenoon personally or through a duly authorized counsel of the Court to answer why the relief(s) claimed by the Complainant against you should not be granted failing which the Commission will proceed ex-parte against you.

Given under my hand and the seal of the Ld. District Consumer Disputes Redressal Commission, Chinsurah, Hooghly, West Bengal on the19th day of July, 2023.

Sd/-
SUKLA SAHA (BISWAS)
Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Chinsurah, Hooghly,

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজি. অফিস : ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪
ই-মেল: investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

নোটিশ
কোম্পানির সদস্যগণকে ইস্যু করা ২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখের ২য় অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইওজিএম) এর নোটিশের সংশোধনী

কোম্পানির সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি তার সদস্যগণকে ২য় ইওজিএম নোটিশ তারিখ ২৪ আগস্ট ২০২৩ এবং বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ২০১৩ (''আইন'') এবং প্রযোজ্য সংস্থান, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ২০১৫ সালের ('লিস্টিং রেগুলেশনস') সংস্থান অধীনে ইস্যু করা হয়েছিল বিশেষ কয়েকটি প্রস্তাবিত বিষয়ে সদস্যগণের অনুমোদন গ্রহণের জন্য। সংশ্লিষ্ট ২য় ইওজিএম নোটিশ ইতিমধ্যেই সদস্যগণকে পাঠানো হয়েছে ২৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত রয়েছে কাট-অফ তারিখ ১৮ আগস্ট ২০২৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, এমসিএ সার্কুলারস এবং লিস্টিং রেগুলেশনস সংস্থান অধীনে।

আরও অবগত করা হচ্ছে কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারগণকে উক্ত নোটিশের সংশোধনী ('সংশোধনী') ১২.০৯.২০২৩ মেল মারফত পাঠিয়েছে যাদেরকে ২৪ আগস্ট ২০২৩ সংশ্লিষ্ট নোটিশ পাঠানো হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে ২য় ইওজিএম নোটিশ সংশোধনী সহ এবং সংশোধিত ২য় ইওজিএম নোটিশ হিসেবে পড়তে হবে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.manaksiacoatedmetals.com/page/EOGM-Related-Documents** ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরিজ লিমিটেডের ওয়েবসাইট (এনএসডিএল) **www.evoting.nsdl.com** স্টক এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** থেকেও পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট ২য় ইওজিএম নোটিশে উল্লিখিত অন্যান্য সকল বিষয়/তথ্যাদি অপরিবর্তিত থাকবে। সদস্যগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম. নং এফসিএস ১২১২৪

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৪.০৪.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী স্বপন সরকার** পিতা প্রয়াত সত্য চরণ সরকার, হরিপুর, অশোকনগর, কল্যাণগড়, থানা - অশোকনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩২২৩, এবং **শ্রী পিঙ্কু সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা)** হরিপুর, অশোকনগর, কল্যাণগড়, থানা - অশোকনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪৩২২৩, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫,০৫,৪১০.৬১ টাকা এবং ৩০.০৩.২০২৩ থেকে ইউসিআই (পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার চারশো দশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অশোকনগর ব্রাঞ্চ এর নিকট বকেয়া ৫,০৫,৪১০.৬১ (পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার চারশো দশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ

মৌজা - তপাবেড়িয়া, জেএল - ৭১, দাগ নং আরএস ৬৫৫, এলআর ২৫২৬, এলওপি - ১৮৭, খতিয়ান নং আরএস এলআর ১৭৯০, হোল্ড নং ১৭/৩০৮/৩৮, ওয়ার্ড নং ১৭, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা অধীন, থানা এবং ব্লক অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা ঠিকানায় শ্রী স্বপন সরকারের নামে জমির পরিমাণ ৫.৭৮ ডেসিমেল সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত শ্রী স্বপন সরকারের নামে দলিল নং আই-২৭৯-১৯৮৭ সালের। **জমি এবং ভবনের চৌহদ্দি - উত্তরে** - এলওপি নং ১৮৬, **দক্ষিণে** - পুরসভা ইটের রাস্তা, **পূর্বে** - সড়ক, **পশ্চিমে** - এলওপি নং ১৯৭ সমন্বিত।

তারিখ : ১২.০৯.২০২৩ **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : অশোকনগর **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

IndusInd Bank
এফআরআর গ্রুপ, ইন্ডাসইন্দ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ৩এ আপার উড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ, ২য় তল, সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা - ৭০০০১৭

পাবলিক নোটিশ
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩(১) এর অধীনে)
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে বিকল্প পরিষেবার নোটিশ

নীচে উল্লিখিত হিসাবে ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে যেহেতু তারা ইন্ডাসইন্দ ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পরবর্তীতে ''আইবিএল'' হিসাবে উল্লিখিত) থেকে নেওয়া ঋণ সুবিধার পরিশোধে ত্রুটি করেছে, তাই তাদের ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে **নন পারফর্মিং অ্যাসেট** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০২১ তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুসারে ব্যাঙ্কের বইগুলিতে। তারপরে, ব্যাংক ১২.০৯.২০২৩ তারিখে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২ (সারফেসি আইন) এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে উক্ত ঋণগ্রহীতাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় চাহিদা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এবং তাদের কাছ থেকে পুরো বকেয়া টাকা ২,২৪,৪৪,৭০০.৮৪ টাকা (দুই কোটি চব্বিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাতশত টাকা এবং চুরাশি পয়সা) টাকা ৩১ আগস্ট, ২০২৩ অনুযায়ী পরিশোধের দাবি করা হচ্ছে। উপরোক্ত পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, খরচের চুক্তির হারে আরও সুদ সহ চার্জ ইত্যাদি উল্লিখিত দাবি নোটিশে বর্ণিত। উল্লেখিত দাবি নোটিশগুলি ১৩.০৮.২০২১ তারিখে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের জারি করা আগের নোটিশগুলিকে দমন করে জারি করা হয়েছো যেহেতু ১৩.০৮.২০২১ তারিখের আগের নোটিশগুলি বণ্টন করা হয়নি সমস্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাকে, তাই ১২-০৯-২০২৩ তারিখের দাবি নোটিশের পরিষেবা এই প্রকাশনার মাধ্যমে নিরাপত্তা স্বার্থের বিধি ৩ অনুযায়ী আমাদের দ্বারা করা হচ্ছে (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (সারফেসি রুলস) অধীনে :

ঋণগ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা

১. মেসার্স সানভি ট্রেডিং কোম্পানি মালিকের মাধ্যমে ৩৭/১ মানিক বোস ঘাট স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৬	এছাড়াও, মেসার্স সানভি ট্রেডিং কোম্পানি স্বত্বাধিকারী : ডানকুনি এক্সপ্রেস হাইওয়ে, জোশী হোটেলের কাছে, বি.ডি. কান্তার বিপরীতে, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৩১০ মাধ্যমে।
২. শ্রী গুরু দয়াল গুপ্ত স্বত্বাধিকারী এবং গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা : মেসার্স সানভি ট্রেডিং কোম্পানি ৩৭/১ মানিক বোস ঘাট স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৬	এছাড়াও, শ্রী গুরু দয়াল গুপ্ত স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা : মেসার্স সানভি ট্রেডিং কোম্পানি, ডানকুনি এক্সপ্রেস হাইওয়ে, জোশী হোটেলের কাছে, বি.ডি. কান্তার বিপরীতে, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৩১০ মাধ্যমে।
৩. শ্রী আশিস গুপ্তা জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : মেসার্স সানভি ট্রেডিং কোম্পানি, ৩৭/১ মানিক বোস ঘাট স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৬	এছাড়াও, শ্রী আশিস গুপ্তা জামিনদাতা : মেসার্স সানভি ট্রেডিং কোম্পানি, ডানকুনি এক্সপ্রেস হাইওয়ে, জোশী হোটেলের কাছে, বি.ডি. কান্তার বিপরীতে, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৩১০ মাধ্যমে।
৪. শ্রীমতি প্রতিভা গুপ্তা জামিনদাতা : মেসার্স সানভি ট্রেডিং কোম্পানি, ৩৭/১ মানিক বোস ঘাট স্ট্রিট, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৬	এছাড়াও, শ্রীমতি প্রতিভা গুপ্তা জামিনদাতা : মেসার্স সানভি ট্রেডিং কোম্পানি, ডানকুনি এক্সপ্রেস হাইওয়ে, জোশী হোটেলের কাছে, বি.ডি. কান্তার বিপরীতে, ডানকুনি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৩১০ মাধ্যমে।

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ

প্রাথমিক : কাঁচামালের স্টক, কাজ চলমান, সমাপ্ত পণ্য, প্রাপ্য, বই ঋণ এবং অন্যান্য বর্তমান সম্পদের আন্তঃসংযোগ সমন্বিত ফার্মের সমগ্র বর্তমান সম্পদের হাইপোথেকেশন।

সমপরিমাণ :

সম্পত্তি - ১ :
সমস্ত অংশ এবং সুনা জমির পার্সেল প্রকৃতি পরিমাপের ক্ষেত্রে ১৮ শতকের মধ্যে ৮ শতক জমি আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ৩৫১৬ (পি) আরএস খতিয়ান নং ১২০৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৮৫ (তিন হাজার দুইশত পঁচাশি), মৌজা-ডানকুনি, জেএল নং ৯৩ (তিরানব্বই), পুরনো থানা - চণ্ডীতলা, নতুন থানা - ডানকুনি, জেলা -হুগলি, পূর্বে ডানকুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বর্তমানে ডানকুনি পৌরসভার অধীনে, সাধারণ পথ হিসাবে সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার, জল-কোর্স, আলো এবং স্বাধীনতা, টেলিফোন লাইন, ট্যাপ-ওয়াটার লাইন ইত্যাদি এবং যা লাল সীমানা দ্বারা দেখানো হয়েছে এই নথির একটি অংশ এবং পার্সেল হিসাবে এখানে সংযুক্ত সাইট প্ল্যানে। মোট বিক্রয় এলাকা ৪ কাঠা ১৩ ছটাক এবং ২০ বর্গফুট যা ৮ শতকের সমান।
জমির সীমানা উত্তরে দাগ নং ৩৫১৬ (পি); দক্ষিণে দাগ নং ৩৫১৭ এবং ৩৫৬৩; পূর্ব দিকে আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ৩৫১৫; পশ্চিমে আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ৩৫১৮
******সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং বিবরণ আরও সুনির্দিষ্টভাবে শ্রী আশিস গুপ্তর নামে ১৭.০৯.২০১৩ তারিখের ২০১৩ সালের দলিল নং ৪১৯৫-এ বর্ণিত হয়েছো

সম্পত্তি - ২ :
সেই সমস্ত অংশ এবং সুনা জমির পার্সেল প্রকৃতি পরিমাপ ক্ষেত্র ০৬ (ছয়) কাঠা ৩৬ (ছত্রিশ) বর্গফুট ১০ (দশ) শতক এর সমান ১৮ শতক জমির মধ্যে এবং আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৫১৬ পুরাতন এলআর খতিয়ান নং ১২০৯, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৩২৮৫ (তিন হাজার দুইশত পঁচাশি), মৌজা-ডানকুনি, জেএল নং ৯৩ (তিরানব্বই), পুরনো থানা - চণ্ডীতলা, নতুন থানা ডানকুনি, জেলা-হুগলি, পূর্বে ডানকুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বর্তমানে ডানকুনি পৌরসভার অধীনে, সাধারণ পথ, জল-কোর্স, লাইট এবং স্বাধীনতা, টেলিফোন লাইন, ট্যাপ-ওয়াটার লাইন ইত্যাদি হিসাবে সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ এবং যা লাল সীমানা দ্বারা দেখানো হয়েছে এই নথির একটি অংশ এবং পার্সেল হিসাবে এখানে সংযুক্ত সাইট প্ল্যানে। মোট বিক্রয় এলাকা ০৬ কাঠা ৩৬ বর্গফুট শুধুমাত্র ১০ সাতকের সমতুল্য।
জমির সীমানা উত্তরে আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩০৬৭; দক্ষিণে আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৫১৬; পূর্ব দিকে আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৫১৫; পশ্চিমে আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ৩৫১৮।
সম্পত্তির বিবরণ এবং বিবরণ আরও সুনির্দিষ্টভাবে শ্রীন গুরু দয়াল গুপ্তার নামে ১৫-০৩-২০১৩ তারিখের ২০১৩ সালের দলিল নং ১৫১৬-এ বর্ণিত হয়েছে।

আমরা এতদ্বারা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাদের পরিশোধ করতে আহ্বান জানাচ্ছি, বকেয়া পরিমাণ ২,২৪,৪৪,৭০০.৮৪ টাকা এর উপর আরও সুদের সাথে খরচ, চার্জ, খরচ, ইত্যাদি যা ব্যর্থ হলে আমরা নিরাপত্তা সুদ বলবৎ করার স্বাধীনতায় থাকব যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আপনার সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়া এবং বিক্রি করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় খরচ এবং ফলাফল হিসাবে ঝুঁকি।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সারফেসি আইনের ১৩(১৩) ধারা অনুযায়ী, ব্যাংকের পূর্বে লিখিত সম্মতি ব্যতীত পূর্বোক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলি বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় স্থানান্তর করা থেকে আপনাদের সকলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আপনার দ্বারা উল্লিখিত ধারার যে কোনো লঙ্ঘন সারফেসি আইনের ধারা ২৯ এবং/অথবা এই বিষয়ে অন্য কোনো আইনি বিধানের অধীনে নির্ধারিত শাস্তিমূলক বিধানগুলিকে আহ্বান করবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮) অনুসারে, যদি আইবিএল-এর সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ সহ আইবিএল-এর বকেয়া বিক্রি বা স্থানান্তরের জন্য নির্ধারিত তারিখের আগে যে কোনও সময়ে আইবিএল-কে টেন্ডার করা হয়, আইবিএল দ্বারা সম্পদ বিক্রি বা হস্তান্তর করা হবে না এবং সেই সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের জন্য আইবিএল দ্বারা আর কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

স্বা/-
ইন্ডাসইন্দ ব্যাঙ্ক লিমিটেড'এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

তারিখ : ১৪-০৯-২০২৩
স্থান : ডানকুনি, হুগলি

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

দাবি নোটিশ

সার্কেল Sastra সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

[২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩(১) সংস্থান অধীনে জারিকৃত]

এই নোটিশটি **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ('জামিনদত্ত ঋণদাতা')** এর সাথে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের দ্বারা সম্পাদিত নথির ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্রেডিট সুবিধার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জারি করা হচ্ছে। এতদ্বারা সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা মূল অর্থ পরিশোধে এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ/ক্রেডিট সুবিধার সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সারফেসি আইন, ২০০২ এর ১৩(২) অধীনে নোটিশ জারি করা হয়েছে। যাইহোক, সেগুলি পরিসেবা ছাড়াই ফিরে এসেছে এবং এইভাবে তাদের এই বিষয়ে পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ) নাম এবং ঠিকানা খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএ তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দাবি নোটিশের তারিখ
১.	**ক) মেসার্স সিটি ফার্মা** **স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি কৃষ্ণা রায়** ই/৩১, বাঘাযতীন কলোনি কলকাতা - ৭০০ ০৮৬, পশ্চিমবঙ্গ **২. শ্রীমতি কৃষ্ণা রায়** **স্বত্বাধিকারী মেসার্স সিটি ফার্মা** সি/৬০/১, বাঘাযতীন কলকাতা - ৭০০ ০৯২, পশ্চিমবঙ্গ **৩. শ্রীমতি কৃষ্ণা রায়** **(জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** স্বত্বাধিকারী মেসার্স সিটি ফার্মা সি/৬০/১, বাঘাযতীন কলকাতা - ৭০০ ০৯২, পশ্চিমবঙ্গ **৪. শ্রী অরুণ রায় (জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ১এফ, সি/৬০, বাঘাযতীন কলকাতা - ৭০০ ০৯২, পশ্চিমবঙ্গ **খ) কলকাতা টালিগঞ্জ (ই-ওবিসি) শাখা (০৯০৪১০)**	**প্রাথমিক :** ফার্মাসিউটিক্যালস স্টক, দোকানে-ই/৩১, বাঘাযতীন কলোনি, কলকাতা- ৭০০০৮৬, পশ্চিমবঙ্গ। **সমপরিমাণ জামিন :** ১.সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, পূর্বদিকে, ফ্ল্যাট নং ১এফ পরিমাণ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৫০ বর্গফুট ১ (এক) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং/ড্রইং রুম, ১(এক)কিচেন, ১(এক) টয়লেট এবং ১(এক) বারান্দা সমন্বিত অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৪, বাঘাযতীন, ব্লক সি, ডাক ঠিকানা- : সি/৬০, বাঘাযতীন কলোনি থানা- যাদবপুর,কলকাতা- ৭০০০৯২, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ/পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ কমবেশি ১ কাঠা ১০ ছটাক, ১৮ বর্গফুট , ইপি নং ৭৩১,এসপি নং ১৪১, সিএস প্লট নং ৮৩৩ (অংশ) মৌজা- বাদেরাইপুর, জেএল নং৩৪, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৪ বাঘাযতীন, ব্লক সি, বাঘাযতীন কলোনি, থানা-যাদবপুর,কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০২ অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১৭৪০-২০০৭ সালের অনুযায়ী **মালিকের নাম শ্রীমতি কৃষ্ণা রায়।** ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় দোকান (দক্ষিণ পশ্চিম কোনে) একতলায় কমবেশি ১২৫ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬২, বাঘাযতীন 'ই' ব্লক,ডাক ঠিকানা - ই/৩১, বাঘাযতীন কলোনি, থানা-যাদবপুর, কলকাতা -৭০০০৮৬,উল্লেখ্য দলিল নং১-০০০১৮/০৮ তারিখ ২৯.০১.২০০৮ , কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০১ এবং সংশ্লিষ্ট জমির অবিভক্ত অংশ এর যথাযথ ভাগ অংশ এবং চাতাল ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত ৩ তলা ভবনের কমবেশি পরিমাণ ৩ কাঠা ৭ ছটাক ১৪ বর্গফুট, ইপি নং ৫৬১ এবং ৫৬১এ, এসপি নং ২৭৫ , সিএস প্লট নং ৪৫(অংশ), এসপি নং ২৭৫(অংশ) অবস্থিত মৌজা- বড়োমাসুর, জেএল নং ৩১, থানা -যাদবপুর, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৬২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০০০১৮-২০০৮ অনুযায়ী **মালিকের নাম : শ্রীমতি কৃষ্ণা রায়।**	**ক) ৩১.০৫.২০১৮** **খ) ৮৫,৯১,২১১.০০ টাকা** (পঁচাশি লাখ একানব্বই হাজার দুশো এগারো টাকা) টাকা **৩১.০৭.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত **গ) ৩০.০৮.২০২৩**
২.	**ক) ১. শ্রীমতি খিলখিল দেব** স্বামী শ্রী পঙ্কজ দেব পিতা কৃষ্ণ ঘোষাল **২. শ্রী পঙ্কজ দেব** পিতা শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র দেব **উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট টি-১, ৪র্থ তল, ছায়ানীড়, ১৫১ শ্রীরামপুর পূর্ব, কেএমসি ওয়ার্ড ১১০, থানা - পাটুলি, জেলা - ২৪ পরগনা (দ.) কলকাতা - ৭০০ ০৮৪ **খ) গড়িয়া শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিথত সমুদয় চতুর্থ তল ফ্ল্যাট নং টি-১, ছায়নীড় ভবনে পরিমাণ কমবেশি ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (১১.৬৭ শতাংশ) মালিকের অংশ থেকে এবং অবশিষ্ট ৮৮.৩৩ শতাংশ বিল্ডারের অংশ থেকে ৩ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি, ১ বারান্দা উক্ত ভবনে এবং অবিভক্ত অংশের ভাগ অংশ এবং স্বার্থ সমন্বিত জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ১২ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা- ব্রিজি, আরএস নং ১, তৌজি নং ৩৯, জেএল নং২৭, আরএস দাগ নং ৫৭৩ (অংশ) আরএস খতিয়ান নং ৯৬, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১০, শ্রীরামপুর পূর্ব, কলকাতা-৭০০০৮৪, থানা -যাদবপুর বর্তমানে পাটুলি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর আলিপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ২৩৬১ থেকে ২৩৮৭, দলিল নং ০৩১৩০-২০১৩ সালের ,দলিল অনুযায়ী জমির **চৌহদ্দি :** উত্তরে : আরএস দাগ ৫৭৩ জমি, দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ৫৭২জমি, পূর্বে : গণেশ মন্ডলের ভবন এবং জমি, পশ্চিমে : স্বপন কুমার এর জমি এবং ভবন এবং ১২ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	**ক) ৩১.১২.২০১৪** **খ) ৩৭,৩৩,৪৪৬.৬৬ টাকা** (সাঁয়ত্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার চারশো ছেচল্লিশ টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) টাকা **৩১.০৮.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত **গ) ০৪.০৯.২০২৩**
৩.	**ক) ১. শ্রী শঙ্খ রায় চৌধুরী** পিতা স্বপন রায় চৌধুরী ৭১/৩/১, বিক্রমগড়, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৩২ **আরও ঠিকানা -** গণপতি রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং ২, ১৯৭/৮ মতিলাল গুপ্ত রোড, কলকাতা - ৭০০০৮২, **আরও ঠিকানা :** ইস্টার্ন রেলওয়ে, ডিআরএম অফিস, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১১১০১ **২. শ্রীমতি মধুরিমা রায় চৌধুরী** স্বামী শঙ্খ রায় চৌধুরী ৭১/৩/১, বিক্রমগড়, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৩২ **আরও ঠিকানা -** গণপতি রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং ২, ১৯৭/৮ মতিলাল গুপ্ত রোড, কলকাতা - ৭০০০৮২, **আরও ঠিকানা -** ১৮৮/৫৩, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, লেক গার্ডেন্স কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৪৫ **খ) ব্রড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের মার্বেল মেঝে সমন্বিত অ্যাপার্টমেন্ট/ইউনিট পরিমাণ আনুমানিক ১০৬৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ২য়তলে,(সমুদয় ২য়তল) উক্ত ভবনের ফ্ল্যাট হিসেবে চিহ্নিত নং ২ এবং জমির অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ সমন্বিত সকলের ব্যবহারের স্পেস সহ ভবনের নাম ''গণপতি রেসিডেন্সি'' অবস্থিত আরএস দাগ নং ১৩৮, আরএস খতিয়ান নং ৩১১, মৌজা- সৈয়েদপুর, জেএল নং ১২, কলকাতা পৌর সংস্থার (এসএস ইউনিট), ওয়ার্ড নং ১২২ অধীন, থানা -হরিদেবপুর, কেএমসি প্রেমিসেস নং ১০৩৫স মতিলাল গুপ্ত রোড, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৮২, পশ্চিমবঙ্গ, নিম্নোক্ত মতে **চৌহদ্দি :** উত্তরে : আরএস দাগ নং ৬১৭, দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ৬৩৮ এবং ১২ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পূর্বে : আরএস দাগ নং ১৩৮, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ১৩৯ সমন্বিত, **সম্পত্তির দলিল অনুযায়ী স্বত্বাধিকারী শ্রী শঙ্খ রায় চৌধুরী,** পিতা স্বপন রায় চৌধুরী এবং **শ্রীমতি মধুরিমা রায় চৌধুরী** স্বামী শঙখ রায় চৌধুরী।	**ক) ৩১.০৭.২০২৩** **খ) ২৪,৪৭,৭৯৯.০০ টাকা** (চব্বিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার সাতশো নিরানব্বই টাকা) টাকা **৩১.০৭.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত **গ) ২৫.০৮.২০২৩**

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের ২০০২ সালের সারফেসি আইন অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপ টু ডেট সুদের সাথে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে আরও জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীনে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় (ব্যবসার সাধারণ কোর্স ব্যতীত) উপরে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত স্থানান্তর করতে পারবে না। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে এই বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা/নিয়ন্ত্রণের যে কোন লঙ্ঘন, উল্লিখিত আইনের অধীনে দেওয়া একটি অপরাধ। যদি কোন কারণে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি ব্যবসার সাধারণ কোর্সে বিক্রি বা লিজ আউট করা হয়, বিক্রয়ের আয় বা আদায়কৃত আয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা / প্রেরণ করা হবে। তারা এই ধরনের আদায়/আয়ের সঠিক হিসাব দিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

তারিখ : ১৪.০৯.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

অপহরণ করে তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তৃণমূল দলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বুধবার দুপুরে মৃতের বাড়ি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ওই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর দেহ উদ্ধার হয়। আর তারপরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে, পুখুরিয়া থানার শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাতরা এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত থেকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন তাদের পরিবারের সদস্য। তৃণমূল করার অপরাধেই দুষ্কৃতীরা এই খুনের ঘটনাটি ঘটিয়েছে। যদিও এই ঘটনার পিছনে কোনও দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা যুক্ত রয়েছে, সে ব্যাপারে অবশ্য পরিষ্কার করে জানায়নি মৃতের পরিবার। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সাদেক আলি (৫০)। শ্রীপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা আনোয়ারা বিবির স্বামী ছিলেন তিনি, পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট তৃণমূল অঞ্চল কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদের দায়িত্বে ছিলেন মৃত ওই তৃণমূল নেতা। এদিন সকালে পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর এমন রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অপহরণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে বাড়ির বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সাদেক আলি। সেই সময় অন্ধকারের মধ্যে কেউ বা কারা সাদেক আলিকে মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে যায়। রাতে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো হদিস না পাওয়ায় তারা পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশ ও তৎপরতার সঙ্গে খোঁজাখুঁজি চালাচ্ছিল। বুধবার দুপুরে চাতরা এলাকার একটি জঙ্গলের মধ্যে ওই ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর যায় পুলিশ-সহ পরিবারের কাছে। তৎপরতার সঙ্গে পুখুরিয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী

পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পরিবারের দাবি, রাতে ফোন করে কেউ বা কারা এক লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। অপহরণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। যারা আমাদের দলের ওই কর্মীকে খুন করেছেন তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছি।

পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। মোবাইলে যে সব নম্বর থেকে ফোন এসেছিল, তার সূত্র ধরেও তদন্ত চলছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

রাস্তায় পড়ে কয়েকশো প্যাকেট ভর্তি রেশন কার্ড, চাঞ্চল্য চোপড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে রেশন কার্ড। যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে। কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় স্কুল পড়ুয়ারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য গোটা এলাকা জুড়ে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায়।

উল্লেখ্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের যে কোনও নথি এখন প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ। সে আধার কার্ডই হোক, বা প্যান কার্ড হোক বা ভোটার কার্ড অথবা রেশন কার্ড। এই চারটি কার্ডই জীবনের নানান ক্ষেত্রে কাজে দরকার পড়ে। অথচ সেই কার্ডই গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তায়। যা দেখে চক্ষু চড়ক গাছ সাধারণ মানুষের। বুধবারে এই ঘটনা তীব্র চাঞ্চলের ছড়িয়ে পড়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কস্তুরী চা ফ্যাক্টরি এলাকায়। রাস্তায় ও চা বাগানের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় প্রচুর রেশন কার্ড। আর সেই কার্ডগুলি খেলার জন্য কুড়িয়ে নিয়ে যায় এলাকার কচিকাঁচারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে ওই এলাকায় কয়েকশো প্যাকেট ভর্তি রেশন কার্ড পড়েছিল। সেই কার্ডগুলি এলাকার কচিকাঁচারা খেলার জন্য কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। বুধবার ঘটনাটি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর অনুমান কার্ডগুলি বিলি না করে কেউ বা কারা এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। শুধু মাঝিয়ালি এলাকার কার্ড নয়, চোপড়া ব্লকের বেশ কিছু এলাকার কার্ড রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এলাকার কচিকাঁচাদের নজরে পড়তেই প্যাকেট ছিড়ে সেই রেশন কার্ড গুলি তারা নিয়ে গিয়েছে বলে দেখতে পেয়েছেন অনেকেই। প্রশ্ন উঠছে এত বিপুল পরিমাণ রেশন কার্ড কি করে পথে গড়াগড়ি খেল? নাকি কার্ডগুলি পোস্ট অফিস থেকে এনে এখানে কে না কারা ফেলে দিয়ে গিয়েছে? তবে এই ঘটনা নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এবিষয়ে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ফজলুল হককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি চোপড়া খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কারণ, এই রেশন কার্ডগুলি পোস্ট অফিস থেকে বিলি করার কথা। কিন্তু সেখানে কি করে কার্ডগুলো এল তা তদন্ত করে দেখার জন্য প্রশাসনকে বলা হয়েছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, করোনা অতিমারির সময়ে রেশন পেতে প্রচণ্ড হয়রানি পোহাতে হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের। কার্ড না থাকায় রেশন পাননি অনেকেই। ফলে রেশন কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্ড কি করে পথে ঘাটে লুটোপুটি খাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ভিড় সামাল পুরচেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বুধবার উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ সংঘ ক্লাবে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হল। এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে উত্তরপাড়া পুরসভার ২০ ২১, ২২, ২৩, ২৪ মোট পাঁচটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নিয়ে ক্যাম্প হল। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে লক্ষীর ভান্ডার, রেশন কার্ড, মানবিক স্বাস্থ্যসাথী কার্ড সহ নানাবিধ প্রকল্পের ফর্ম ফিলাপ করে সাধারণ মানুষ এখানে জমা করলেন।

বুধবার সকাল থেকে ভিড় শুরু হয় এই ক্যাম্পে। বেলা দশটা থেকে শুরু হয় দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কাজকর্ম। বিরাট লাইন পড়ে যায় একসময়। লাইনে প্রবেশ নিয়ে হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। তৃণমূল কর্মী ও কাউন্সিলর সমস্যার সমাধান করেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দিলীপ যাদব, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল, কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, মানসী সিংহ, অর্ণব রায়। তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ফর্ম ফিলাপের ব্যবস্থা করে দেন, বিশেষ করে মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বেশিরভাগ মহিলাদের লক্ষীর ভান্ডারের ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেওয়ার কাজ ছিল।

বেশ কিছু মহিলার বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের কথা ভেবে লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প চালু করেছেন স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের ব্যবস্থা করেছেন। নানাবিধ প্রকল্পের কাজ চালু

করেছেন কন্যাশ্রী প্রকল্প খুব ভালো হয়েছে। তাঁকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প পুনরায় চালু করেছেন। সাধারণ মানুষের জন্য লক্ষীর ভান্ডার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, কন্যাশ্রী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা সহ নানাবিধ সুযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কাউন্সিলর ও কর্মীরা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা করছেন। তিনি বলেন, 'এদিন সবাই যদি না জমা দিতে পারে কোনও সমস্যা নেই পুরসভাতে গিয়ে যোগাযোগ করবেন আমরা তাঁদের পাশে আছি।'

যোগা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করল আরামবাগের ছেলে সূর্য

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশনের এশিয়া পেসিফিক যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ান শিপ ২০২৩ সালে, ভারতের মুখ উজ্জ্বল করল তিনজন যুবক। আন্তর্জাতিক স্তরে অনুষ্ঠিত এই যোগা প্রতিযোগিতায় ভারতীয় তিন যুবক প্রথম স্থান অধিকার করে। এই তিনজনের মধ্যে সূর্য মুখোপাধ্যায় হুগলি জেলার আরামবাগ শহরের বাসিন্দা। সে প্রথম

স্থান অধিকার করে মহকুমা, জেলা, রাজ্য সহ দেশের নাম উজ্জ্বল করল। জানা গিয়েছে, গত ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডে আন্তর্জাতিক স্তরের এই যোগা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১১টি দেশের প্রতিনিধিরা এই যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভারতের হয়ে মোট ১৮ জন যুবক-যুবতী এই প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছিলেন। ভারতের মোট ১১ জন বিভিন্ন যোগা বিভাগের পুরস্কার লাভ করে। তবে তিনজন ভারতীয় ওই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে দেশের নাম আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দেয়। আরামবাগের ছেলে সূর্য থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত যোগা প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব একুশ বছর বিভাগে অংশগ্রহণ করেন। ইন্দ্র চৌধুরী ও নীলাঞ্জনা সরকার নামে দুই প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সূর্য থাইল্যান্ড পাড়ি দেয়। কোচকে দেওয়া কথার রাখে সূর্য। রাজ্য থেকে একমাত্র ভারতীয় হিসাবে সাফল্য পায় সে। একেবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সূর্য। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি ব্যায়াম করত সে। তারপর ধীরে ধীরে যোগার দিকে আকর্ষিত হয়। চলে দিনরাত প্রশিক্ষণ। ছোট বেলায় রুগ্ন থাকলেও নিয়মিত শরীরচর্চা ও যোগা করার ফলে সূর্য এখন সুস্থ ও স্বাভাবিক যুবক। সে এখন যোগ প্রশিক্ষণে রাজ্য তথা দেশের অনুপ্রেরণা। বাবা ও মায়ের একমাত্র সন্তান সূর্য। মা ভাস্বতী মুখোপাধ্যায় গৃহবধূ ও বাব হারাধন মুখার্জি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এই বিষয়ে সূর্য বলে, থাইল্যান্ডে এশিয়া কাপ ছিল। আমি প্রথম হয়েছি। ভারতের হয়ে সাফল্য পেয়ে আনন্দ হচ্ছে। অপরদিকে, সূর্যের মা ও বা বলেন, পড়াশোনা করার পাশাপাশি যোগা করত সূর্য। থাইল্যান্ড গিয়ে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। সাফল্য পাওয়া আমাদের খুব ভালো লাগছে। বর্তমানে আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সূর্য। উল্লেখ্য, ১৯৮০ র দশকে পাশ্চাত্য দেশসমূহে যোগ শরীরচর্চার অঙ্গ হিসেবে জনপ্রিয় হয়। অবশ্য ভারতীয় পরম্পরায় যোগাকে কেবল এক শরীরচর্চার অঙ্গ মাত্র জ্ঞান করা হয় না, এর একটি আধ্যাত্মিক এবং ধ্যানের প্রাণতা আছে বলে বিবেচনা করা হয়। তদুপরি, সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে বহু মিল থাকা যোগ হল হিন্দুধর্মের ছয়টি মূল দর্শনের একটি, যার নিজেরই এক মীমাংসা প্রণালী এবং তত্ত্ব আছে। কর্কটরোগ, স্কিৎজোফ্রেনিয়া, হাঁপানি, হৃদরোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যোগের সুফলতার বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং সুফল পাওয়া গিয়েছে। সব মিলিয়ে ভারতের প্রাচীন যোগব্যায়াম আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দিল সূর্য, যা ভারতের কাছে খুবই গর্বের বিষয়।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank / ALLAHABAD)

জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ৩০.০৯.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী অনুপ কুমার মিশ্র** পিতা প্রয়াত কেশের দেও মিশ্র, ফ্ল্যাট নং -৪০২, ৪র্থতল, বি-ব্লক, ৪০৯, টি এন মুখার্জি রোড, পো- মাখলা, জেলা-হুগলি,-৭১২২৪৫ **শ্রী নিখিল কুমার মিশ্র** ফ্ল্যাট নং -৪০২, ৪র্থতল, বি-ব্লক, ৪০৯, টি এন মুখার্জি রোড, পো- মাখলা, জেলা-হুগলি,-৭১২২৪৫, **শাখা :** বেলিয়াঘাটা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ২০২, ২য় তলে, (ভবনের উত্তর পূর্ব দিকে) ব্লক বি, -জি-৩ তলা বসবাসের ভবন পরিমাণ ১০০২ বর্গফুট (আনুমানিক) হোল্ডিং নং ২৬৮, আরএস দাগ নং ১৭৫২, আরএস খতিয়ান নং ৫১২, এলআরদাগ নং ১৭৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৮৬, ১৭৪৭, ৭৭৫৯, ৭৭৬০, এবং ৭৭৬১, মৌজা- মাখলা, জেএল নং ১১, ওয়ার্ড নং ২২, দলনিপাড়া, প্রবাসী ক্লাবের নিকট, পো- মাখলা, থানা- উত্তরপাড়া, কোতরং পুরসভা, এডিএসআরও উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২২৪৫ অনুযায়ী **চৌহদ্দি : উত্তরে :** একতলায় অ্যাপার্টমেন্টের সকলের ব্যবহারের পথ, **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ২০৩ এবং সিঁড়ির দিকে করিডর প্যাসেজ, **পূর্বে :** অ্যাপার্টমেন্টের একতলায় সকলের ব্যবহারের পথ, **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ২০১ সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৯,৪০,৭৬৬.০০ টাকা ঘ) ১,৯৪,০৭৭.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০৪৪৬৫৮৭০১৯ ছ) ২৫,৯৫,৭০৪.০০ (পঁচিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার সাতশো চার টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং চার্জ ১২.০৯.২০২৩ থেকে।

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের তারিখ এবং সময় **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi-** ৩০.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।
ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ১১.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক (Punjab & Sind Bank, A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

বর্ধমান শাখা
পুলিশ লাইন বাজার, বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ১০৩ (প.ব.)
ই-মেল : b1041@psb.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) বর্ধমান শাখা খ) মেসার্স কুমার ট্রেডার্স ঋণগ্রহীতা এবং অংশীদারগণ : ১. শ্রী কালীপদ কুমার** পিতা উজ্জ্বল কুমার **২. শ্রী শক্তিপদ কুমার** পিতা উজ্জ্বল কুমার **জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী গণেশ চন্দ্র বাগ,** পিতা কমলা কান্ত বাগ **২. শ্রীমতি সরযূ কুমার** স্বামী শ্রী কালীপুদ কুমার **৩. শ্রীমতি মৌসুমী কুমার** স্বামী শ্রী শক্তিপদ কুমার	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি (দাগ নং ১৭৯৫, খতিয়ান নং ১৯৩৬ এবং ৮৩৪/১, জেএল নং ১১১, মৌজা- আবুজহাটি, থানা-জামালপুর, জেলা-বর্ধমান, **শ্রী কালীপদ কুমার এবং শ্রী শক্তিপদ কুমারের স্বত্বাধীনে** সম্পত্তি বন্ধকদত্ত- বিস্তারিত স্বত্ব দলিল :বিক্রয় দলিল নং ৩২৯৫ তারিখ ৩০.১০.২০০৬ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর জামালপুর, জেলা-বর্ধমান এবং নিথভুক্ত/লিখিত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৬২, পৃষ্ঠা ১৭১ থেকে ১৮১, দলিল নং ৩২৯৫ -২০০৬ সালের, অনুযায়ী **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : কে পি কুমারের জমি, পূর্বে : অন্যান্যের সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যের সম্পত্তি সমন্বিত।	**ক) ২৬.০৬.২০২৩ খ) ১২.০৯.২০২৩ গ) ১৬,৪০,৫১৩.০৭ টাকা** (ষোলো লাখ চল্লিশ হাজার পাঁচশো তেরো টাকা এবং সাত পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ
২.	**ক) বর্ধমান শাখা খ) ১. শ্রী শুভাশিস ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা),** পিতা শ্রী পতিত পাবন ভট্টাচার্য **২. শ্রীমতি রাজলক্ষ্মী ভট্টাচার্য (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী শ্রী শুভাশিস ভট্টাচার্য **জামিনদাতাগণ : ১. শ্রী অসিত কুমার দে** পিতা অনিল কুমার দে **২. শ্রী স্নেহাশিস ভট্টাচার্য** পিতা পতিত পাবন ভট্টাচার্য	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত এলআর প্লট নং ৬৪৯ (অংশ), খতিয়ান নং ৫৫২, জেএল নং ১২৭, মৌজা- নিশানকা, আমদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-মেমারি, জেলা -বর্ধমান, **বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত স্বত্ব দলিল :** বিক্রয় দলিল নং ৩১৪০ তারিখ ০৮.০৮.২০১৭ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর মেমারি, বর্ধমান, এবং নথিভুক্ত/লিখিত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০২১০-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৪০৭২ থেকে ৫৪০৮৯, দলিল নং ০২১০০৩১৪০-২০১৭ সালের অনুযায়ী **শ্রী শুভাশিস ভট্টাচার্য** পিতা পতিত পাবন ভট্টাচার্যর নামে সমুদয় সম্পত্তি, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : গ্রামীণ সড়ক, দক্ষিণে : এস ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পূর্বে : জে ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে :পি ডব্লু ডি রোড সমন্বিত।	**ক) ০৫.০৭.২০২৩ খ) ১২.০৯.২০২৩ গ) ২৮,৭৫,৬২৮.১৮ টাকা** (আঠাশ লাখ পঁচাত্তর হাজার ছয়শো আঠাশ টাকা এবং আঠারো পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ

তারিখ : ১৪.০৯.২০২৩/স্থান : বর্ধমান — অনুমোদিত অফিসার/পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank / ALLAHABAD)

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম ও ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ ও ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ১০৬, ফোন: (০৩৩) ৪০২৫ ৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে", আগামী ১৬.১০.২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত** নিম্নে উল্লিখিত একাউন্ট এর সাপেক্ষে বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রাপ্য।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ চ) সম্পত্তি আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স এনআর এন্টারপ্রাইজ,** ঠিকানা- ১২১/১, বনমালী ঘোষ লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৪. শ্রী শুভজিৎ ঘোষ (স্বত্বাধিকারী) ঠিকানা- ১২১/১,বনমালি ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০০৩৪, শ্রী নিখিল কুমার ঘোষ, ঠিকানা- ১২১/১ বনমালী ঘোষ লেন কলকাতা - ৭০০০৩৪ **শাখা-** হাজরা রোড	দোতলা বিল্ডিং মেজানাইন ফ্লোর সহ ০১ কাঠা ৬ ছটাক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা - সাহাপুর, পরগনা - মাগুরা, জেএল নং ০৮, তৌজি নং-৯৩, ১০১, আরএস নং ১৭৯, আরএস খতিয়ান নং ৮১৬, সাবেক দাগ নং ৯৩৪ এবং হাল দাগ নং ৩৪৯১, প্রেমিসেস নং ১৯, কবিগুরু সরণি, ওয়ার্ড নং ১১৮ কেএমসি অধীন, থানা- বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪, জেলা ২৪ পরগণায় অবস্থিত নিখিল কুমার ঘোষের নামে, **সীমানা:** উত্তর- কমন প্যাসেজ দ্বারা, দক্ষিণ- অজয় চ্যাটার্জির সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব- ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা, পশ্চিম- মেনোকা সাধুখাঁয়ের সম্পত্তি দ্বারা।	ক) বাস্তবিক খ) নেই গ) ৪৫,৫৩,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪,৫৫,৩০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB30129927210 ছ) ৮৩,৩১,০২২.০০ টাকা (তিরাশি লক্ষ একত্রিশ হাজার বাইশ টাকা মাত্র) সেইসঙ্গে ১২.০৯.২০২৩ থেকে তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ।)
২.	**শ্রী শহীদ হোসেন** পিতা- আব্দুল হামিদ ঠিকানা- টি-২৭৮, পাঁচপাড়া রোড, থানা- মেটিয়াব্রুজ, ২৪ পরগণা, দক্ষিণ, কলকাতা।-৭০০০১৮ আফসার আহমদ ২৯১/১, পাঁচপাড়া রোড, থানা-মেটিয়াব্রুজ, ২৪ পরগনা, দক্ষিণ কলকাতা -৭০০০১৮ **শাখা-** টালিগঞ্জ-২	আবাসিক ভবনের (দোতলা) ন্যায়সঙ্গত বন্ধক প্রেমিসেস নং টি-২৭৮, পাঁচপাড়া রোড, পোস্ট- বটতলা, থানা- মেটিয়াব্রুজ, মৌজা - গার্ডেন রিচ, ওয়ার্ড নং ১৩৮, কলকাতা - ৭০০০১৮, শীট নং ৭৫, তৌজি নং ৩৩৪, আরএস দাগ নং ৯০ এবং ৯১, আরএস খতিয়ান নং ৩৯ এআরএ কলকাতার অফিসের অধীনে মোট এলাকা১৬২৮ বর্গফুট (এসবিইউ) শহিদ হোসেনের নামে, **সীমানা:** উত্তর- কমন প্যাসেজ পাঁচপাড়া রোড, দক্ষিণ- টি-২৭৮-এর অবশিষ্ট অংশ, পাঁচপাড়া রোড এবং বাকি অংশ, পূর্ব- মাদ্রাসা আরবিয়া ও দারুফাসার জমি ও সম্পত্তি।, পশ্চিম- পাঁচপাড়া রোড।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৫,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB30020629033 ক) ২৩,৪৮,৯২৬.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শো ছাব্বিশ টাকা মাত্র) সেইসঙ্গে ১২.০৯.২০২৩ থেকে তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ।)
৩.	**শ্রীমতী শেফালী রায় চৌধুরী,**স্বামী- প্রয়াত প্রশান্ত রায় চৌধুরী ১০/১/১, নাথের বাগান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৫ **শ্রী শ্রীরূপ রায় চৌধুরী** পিতা- প্রয়াত প্রশান্ত রায় চৌধুরী, ১০/১/১, নাথের বাগান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৫ **আনিশা রায় চৌধুরী** পিতা- প্রয়াত প্রশান্ত রায় চৌধুরী ১০/১/১, নাথের বাগান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৫ **অ্যাকাউন্ট:** মেসার্স মন্টু পেইন্টস অ্যান্ড কেমিক্যাল (স্বত্বাধিকারী- প্রয়াত প্রশান্ত রায় চৌধুরী) **শাখা- বি কে পাল এভিনিউ**	প্লট-বি, আরএস- দাগ নং ৯৪৬, এলআর দাগ নং ১২৬৬/১৭১৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৫/২, তৌজি নং ৩০৮৩, জেএল নং ১, মৌজা - বাবানপুর, পোস্ট- বেঙ্গল এনামেল, থানা- টিটাগড় এ জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির পরিমাপ কমবেশি ৪ কাঠা, শেফালী রায় চৌধুরী এবং শ্রী প্রশান্ত কুমার রায়চৌধুরী নামে আছে, ২০০৩ সালের দলিল নং ১৬৩৭, এডিএসআরও ব্যারাকপুরে নিবন্ধিত, জেলা উত্তর ২৪ পরগানা, **সীমানা:** উত্তরে- উজ্জল বিশ্বাসের বিল্ডিং, দক্ষিণ- ৮' কমন প্যাসেজ, পূর্ব- অসিত কুমার বসুর বাড়ি, পশ্চিম- ১২' চওড়া রাস্তা।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৩,৯০,৮৫০.০০ টাকা ঘ) ২,৩৯,০৮৫.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB10774344708 ছ) ১,০১,২২,১৩২.০০ টাকা (এক কোটি এক লক্ষ বাইশ হাজার একশো বত্রিশ টাকা মাত্র) সেইসঙ্গে ২.০৯.২০২৩ থেকে তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ।)

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্মে ই-অকশনের তারিখ এবং সময় - **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi - ১৬.১০.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত।**
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ-এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসির সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস জানার জন্য ibapiop@mstcecommerce.com এবং ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য ibapifin@@mstcecommerce.com -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' -এ যোগাযোগ করুন। বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

তারিখ: ১১.০৯.২০২৩, স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কেনরা বৈঁক Canara Bank (A Govt. of India Undertaking) সিন্ডিকেট Syndicate

শরৎ বোস রোড শাখা
২০৩ শরৎ বোস রোড
কলকাতা - ৭০০ ০২৯

স্বর্ণ নিলাম বাতিলের নোটিশ

ব্যাঙ্ক ২৫.০৮.২০২৩ তারিখে স্বর্ণ নিলামের নোটিশ প্রকাশ করেছিল নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্ট **কানাড়া ব্যাঙ্ক, শরৎ বোস রোড শাখার** অধীনের জন্য :

ক্রম নং	ঋণের তারিখ	ঋণ নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা
১.	১৪.০৬.২০২২	১৮০০৮৪৪৬৫০৩০	রুমা চক্রবর্তী, ২০৭, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২৯
২.	২৪.০৮.২০২২	১৮০১০৪৩৬৯৩৭৫	
৩.	২৪.০৮.২০২২	১৮০১০৪৩৬৮৭১৩	

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত ঋণ অ্যাকাউন্ট অধীনে স্বর্ণ নিলাম যা ১৫.০৯.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল তা ০৬.০৯.২০২৩ তারিখের মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের **ডব্লুপিএ নং ১৯০৭১-২০২৩** সালের নির্দেশ বলে বাতিল করা হয়েছে।

তারিখ : ১৩.০৯.২০২৩ — স্বা/- শাখা প্রবন্ধক
স্থান : কলকাতা — কানাড়া ব্যাঙ্ক,শরৎ বোস রোড শাখা

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং - ১

৪২সি জওহরলাল নেহরু রোড
১০ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
কেস নং : আরসি নং ০৭-২০১৮ সালের
ওএ/৪২৩/২০১২ থেকে
কানাড়া ব্যাঙ্ক বনাম মেসার্স কেএমসিআর ওয়ার্ল্ড এবং অন্যান্য
বিক্রয় নোটিশ

২৮.০৮.২০২৩ তারিখের আদেশ নং ৩৫ অনুসরণে **মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-I, কলকাতা,** নীচের উল্লেখিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে"** ভিত্তিতে :

সম্পত্তিসমূহ	সংরক্ষিত মূল্য
মৌজা কুলভেরিয়া, জেএল নং ৩৪, আরএস খতিয়ান নং ২০, খন্ড খতিয়ান নং ১০৮, হাল দাগ নং ৮০২, সিএস দাগ নং ৭১১, থানা - ভাঙ্গর, জেলা - ২৪ পরগনা যা মহ. নাদিন খান, মহ. হাসিব আহমেদ খান এবং মহ. খুসরিদ আহমেদ খানের নামে দলিল নং ৪৬১৮ অনুযায়ী সমুদয় সম্পত্তি।	**সংরক্ষিত মূল্য সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য ৬,০০,০০০.০০ (ছয় লাখ টাকা) ইএমডি রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ। ৬০,০০০.০০ (ষাট হাজার টাকা)**

ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ পরিমাণের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের একটি বায়না জমা করতে হবে যা সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য করা হবে এবং অন্যান্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে ইএমডি সামঞ্জস্য করার পর বিক্রয় আয়ের ২৫ শতাংশ জমা করতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে বিক্রয় প্রক্রিয়া ই-নিলামের সমাপ্তি অর্থাৎ পরবর্তী তারিখের মধ্যে **বিকেল ৩টের মধ্যে** দাখিল না করলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ক্রেতাকে বিক্রয়ের আয়ের ৭৫ শতাংশ অবশিষ্ট জমা দিতে হবে। যে রিজার্ভ মূল্যের নিচে সম্পত্তি(গুলি) বিক্রি করা হবে না সেটি রিজার্ভ মূল্য হিসাবে সম্পত্তির বিপরীতে নির্দেশিত হয়। ইএমডি/আরো অর্থ প্রদান করতে হবে আরটিজিএস/এনইএফটি-র এর মাধ্যমে **অ্যাকাউন্ট নম্বর ২০৯২৭২৪৩৪-এ কানাড়া ব্যাঙ্ক, বউবাজার শাখা, আইএফএস কোড নম্বর সিএনআরবি০০০০১৫২** এর কাছে।
ক্রেতাকে পাউন্ডেজ ফিও জমা দিতে হবে রেজিস্ট্রিতে ২ শতাংশ হারে পর্যন্ত ১০০০ টাকা এবং উল্লিখিত টাকার অতিরিক্ত ১ শতাংশ হারে। বিক্রয়ের পরিমাণ ১০০০ টাকা। ডিআরটি এর অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ২০০ টাকা জমা করতে হবে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে স্থগিতকরণের কোনও আদেশের অনুপস্থিতিতে, উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই-নিলাম) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে **১৮.১০.২০২৩ তারিখে দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে ৩ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম সম্ভাব্য দরদাতাকে E-https://drt.auctiontiger.net থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে, **শ্রী প্রবীণ থেভারের সাথে যোগাযোগ করুন, মোবাইলন নং ৯৭২২৭ ৭৮৮২৮, ই-মেইল আইডি wb@auctiontiger.net এবং support@auctiontiger.net** এবং ২৮.০৮.২০২৩ তারিখে বিক্রয়ের ঘোষণার জন্য নোটিশের শর্ত অনুযায়ী জমা করা বায়না জমা দিয়ে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করুন এবং ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রয়োজনীয় ফর্ম জমা দিন **১৬.১০.২০২৩** তারিখের আগে। অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রেতাদের অবশ্যই নিবন্ধনের জন্য নিম্নলিখিত নথি/কাগজপত্র জমা দিতে হবে কারণ শুধুমাত্র নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী/ইচ্ছুক ক্রয়কারীরা লগইন করতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারে।
১. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি।
২. স্ব-প্রত্যয়িত বৈধ আবাসিক প্রমাণ।
৩. স্ব-প্রত্যয়িত বৈধ ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর।
তবে নিলামের সময় নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে কোন ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না।
ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছে আরও নির্দেশাবলী সহ পাঠানো হবে, যদি থাকে, লগইন করার জন্য এবং অনলাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য। অন্যান্য শর্তাবলী ২৮.০৮.২৩ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা জারি করা বিক্রয়ের ঘোষণা অনুসারে একই থাকবে।
আগ্রহী ক্রেতাগণকে **সুরেশ ভক্ত, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল নং ৯৯৩২৪৭৭২২০ এবং ৮৩৩৪৯৯৯৩০৩ নম্বরে কানাড়া ব্যাঙ্ক, বউবাজার শাখা, কলকাতা - ৭০০০১২ ঠিকানায় বিস্তারিত এবং পর্যবেক্ষণের জন্য (ইমেল আইডি : //cb0152@canarabank.com)** যোগাযোগ করতে হবে।

তারিখ : ২৮.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা
স্বা/- রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং ১
কলকাতা

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

(ভারত সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থা)
রিজিওনাল অফিস - দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামরা বাজার, জেলা - বর্ধমান
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৬, ফোন - ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬, ই-মেল আইডি - cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশে(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ(গুলি) ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা -এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিতক করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সির নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম এবং শাখা	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ফরিদ খান,** পিতা কাওসর আলি খান, গ্রাম - নুদিপুর, পো- চোটখান্দা, মেমারি, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৬,	**ক) ০২.০৬.২০২৩ খ) ০৭.০৯.২০২৩ গ) ১৫,৮৭,৩৪৬.০০ টাকা** (পনেরো লাখ সাতাশি হাজার তিনশো ছেচল্লিশ টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ, ব্যয় পরিশোধ না হওয়ার তারিখ পর্যন্ত।	**সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি: ফারি খান এবং মহ. আলি খান** এর নামে পিতা কাওসর আলি খান, নুদিপুর, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান। সংশ্লিষ্ট জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) বিক্রয় দলিল নং ১-৩৮৭৫-২০০৯ সালের, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪৫৫, এলআর খতিয়ান নং ৯২০ এবং ৯২১, মৌজা- নুদিপুর, জেএল নং ২০৯, জমির পরিমাণ -১৯.০ শতক ... **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : নীলু কর্মকারের খালি জমি, দক্ষিণে : গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, পূর্বে : এ এস ..., পশ্চিমে : গ্রাম পঞ্চায়েত সড়ক সমন্বিত।

তারিখ - ১৪.০৯.২০২৩
স্থান - দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জি২০ বৈঠকের সফল আয়োজনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: জি২০ বৈঠকের সফল আয়োজন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বুধবার প্রস্তাবটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিসভার আর এক সদস্য, কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।

অনুরাগ বলেন, ‘দেশের মাটিতে জি২০ শীর্ষ বৈঠকের সফল আয়োজন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন রাজনাথ সিং। জি২০ বৈঠকের সফল আয়োজনের পর প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাশক্তি এবং নেতৃত্ব নিয়ে গোটা বিশ্বে আলোচনা চলছে।’

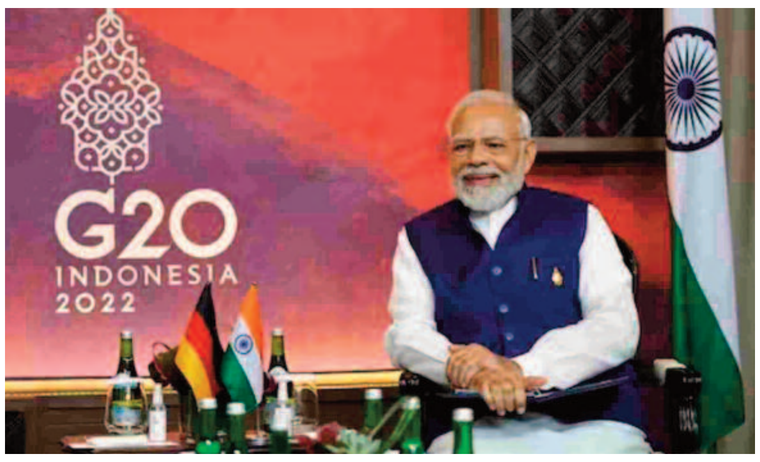

বৈঠকের সাফল্য নিয়ে সংশয় থাকা সত্ত্বেও ভারত সব সদস্য দেশের সঙ্গে আলোচনা করে যৌথ ঘোষণাপত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে বলে জানিয়েছেন অনুরাগ। উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলির কণ্ঠস্বর হিসাবে ভারত এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেছে বলেও জানান মন্ত্রী। বিরোধীরা অবশ্য গোড়া থেকেই দাবি করছে যে, পর্যায়ক্রম অনুসারে জি২০ বৈঠক আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। কিন্তু সেটাকেই মোদির ব্যক্তিগত কৃতিত্ব হিসাবে দেখিয়ে লোকসভা ভোটের আগে ঘরোয়া রাজনীতিতে ফায়দা তুলতে চাইছে বিজেপি।

বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থির হয়েছে, আগামী তিন বছরে উজ্জ্বলা যোজনায় অতিরিক্ত ৭৫ লক্ষ গ্যাস সিলিন্ডারের সংযোগ দেওয়া হবে উপভোক্তাদের। সরকারের ই-আদালত প্রকল্পের তৃতীয় দফার কাজ এগোনোর জন্য ৭,২১০ কোটি টাকা বরাদ্দে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

বিনামূল্যে আরও ৭৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: গৃহস্থালীর রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দামে ২০০ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়ার পর, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে, রান্নার গ্যাস নিয়ে আরও এক বড় ঘোষণা করল মোদি সরকার। বুধবার ‘প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা’র আওতায় আরও ৭৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হল।

এদিন মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে এই বাবদ মোট ১,৬৫০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের অনুমোদন দেওয়া হল। পরবর্তী তিন বছরে এই ৭৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেওয়া হবে। অর্থাৎ, আগামী ৩ বছরে আরও ৭৫ লক্ষ গরিব মহিলা বিমামূল্যে এলপিজি সংযোগ পাবেন। এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে ৯.৬০ কোটি এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আরও বেশি দরিদ্র এবং অভাবী মহিলারা যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা পান, তার জন্য বিনামূল্যে আরও ৭৫ লক্ষ এলপিজি সংযোগ দেওয়া হবে।’

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্রঃ নং ঃ (০১)। **টেন্ডার নং ঃ এমডব্লু_পি_৭৩_এএমসি_অস্কর-টিএম_পার্ট। কাজের নাম ঃ** টিএম শপ-২০, সিএলডব্লু, চিত্তরঞ্জনে ০৩ (তিন) বছর সময়সীমার জন্য **অস্কর-এর তৈরি সিএনসি অ্যাক্সল টার্নিং লেদ (শ্যাফ্ট),** এম অ্যান্ড পি নং ২০/০৬৮৭/০২-**এর জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যমান (টাকা) ঃ ১৪,৫০,৫৫৬.০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টাকা) ঃ** নেই। **বায়না মূল্যের পরিমাণ (টাকা) ঃ ২৯,০০০.০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ৩৬ মাস। দ্রষ্টব্য ঃ (১) বন্ধের তারিখ ঃ ০৩.১০.২০২৩-এ দুপুর ১টা। (২)** রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। **(৩) টেন্ডার আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ** ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্ল্যান্ট। **(৪) যোগাযোগের নম্বর ঃ ০৩৪১-২৫২৫৫৬৬। (৫) ইমেল আইডি ঃ** dycmeplantclw@yahoo.com

[PR4/156] ডেপুটি সিএমই/প্ল্যান্ট/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ **www.facebook.com/clwrailways**

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR
NIQ No. : 693/PHE(C)/BMC
Dated : 12.09.2023

NIQ has been invited for Operation & Maintenance of Pay & Use Toilet at Different location under BMC. Last Date of Application : **20.09.2023** up to **03.00 p.m.** For details, please follow our office Notice Board.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

E-TENDER NOTICE

e-Tender is hereby published on behalf of Chairman, Habra Municipality for the works within Habra Municipality

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-554/2023-24 & WBMAD/HM/PWD/NIT e-555/2023-24	03/10/2023 at 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer,
Habra Municipality

জি২০ সম্মেলনে সন্দেহজনক ব্যাগ নিয়ে চিনা প্রতিনিধিরা!

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: জি-২০ সম্মেলনে সন্দেহজনক ব্যাগ নিয়ে হোটেলে ঢোকার অভিযোগ উঠল চিনা প্রতিনিধি দলের বিরুদ্ধে। নিরাপত্তা কর্মীরা তাঁদের ব্যাগে তল্লাশি করতে চাইলেও বাধা দেন চিনা প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে ব্যাগের তল্লাশি করা নিয়ে টালবাহানা চলে। শেষ পর্যন্ত তল্লাশি না করেই ব্যাগটি হোটেল থেকে দিল্লির চিনা দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ৭ সেপ্টেম্বর। তার দুদিন পরেই দিল্লিতে শুরু হয় জি-২০ সম্মেলন। জানা গিয়েছে, দিল্লির তাজ প্যালেস হোটেলে চিনা প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই হোটেলে পৌঁছে যায় চিনা প্রতিনিধি দল। নিয়ম মেনে হোটেলের ঘরে পৌঁছেও গিয়েছিলেন দলের সদস্যরা। তারপরেই এক সদস্যের হাতে সন্দেহজনক একটি ব্যাগ দেখতে পাওয়া যায়।

হোটেলের ঘরে ঢুকে একটি ব্যাগের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু জিনিস দেখতে পান কর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গেই হোটেলের আধিকারিকদের খবর দেওয়া হয়। চিনা প্রতিনিধি দলের ব্যাগে তল্লাশি চালাতে চান হোটেলের নিরাপত্তা কর্মীরা। কিন্তু বেঁকে বসেন চিনা কূটনীতিকরা। তাঁদের দাবি, ওই ব্যাগে তল্লাশির দরকার নেই। ভিতরে কূটনৈতিক নথিপত্র রয়েছে। প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে এই বিষয়টি নিয়ে হোটেলের নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে দর কষাকষি চালান চিনা আধিকারিকরা।

শেষ পর্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাগটি হোটেল থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তল্লাশি এড়াতে ব্যাগটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় দিল্লির চিনা দূতাবাসে। ঘটনাটি জি-২০ সম্মেলনের আগে ঘটলেও এতদিন জানা যায়নি। সম্মেলন শেষ হওয়ার পরে সূত্র মারফত প্রকাশ্যে এসেছে সন্দেহজনক ব্যাগের ঘটনাটি। প্রসঙ্গত, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এই সম্মেলনে যোগ দেননি। তার বদলে চিনের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রিমিয়ার লি কিয়াং।

অনন্তনাগে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত দুই সেনাকর্তা ও এক পুলিশকর্তা

শ্রীনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল ভারতীয় সেনার কর্নেল, মেজর পদাধিকারীর আধিকারিকদের। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টও জঙ্গিদের গুলিতে নিহত। সংবাদ সংস্থা পিটিআই এই খবর জানিয়েছে।

পিটিআই জানিয়েছে, অনন্তনাগের গাড়োল এলাকায় কয়েক জন জঙ্গি লুকিয়ে ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতেই তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। বুধবার সকাল থেকে ওই জঙ্গিদের সঙ্গেই নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষ শুরু হয়। চলতে থাকে অবিরত গুলির লড়াই। কোকারনাগ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন দুই সেনাকর্তা এবং এক পুলিশকর্তা-সহ বেশ কয়েক জন।

তাঁদের আকাশপথে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া

হয়েছিল বলে খবর। কর্নেল, মেজর এবং ডিএসপি জঙ্গিদের গুলিতে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁদের শারীরিক অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। শেষ পর্যন্ত তিন জনেরই মৃত্যু হল।

মৃতেরা হলেন কর্নেল মনপ্রীৎ সিং, মেজর আশিস ডোনচাক এবং ডিএসপি হুমায়ুন ভট্ট। এঁদের মধ্যে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়েছে অত্যধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণের জন্য।

কর্নেল সিং ১৯ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ইউনিটকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাঁর উপর নির্বিচারে গুলি চালায় জঙ্গিরা। ঝাঁঝরা হয়ে যায় কর্নেলের দেহ। এই তিন হত্যার দায় স্বীকার করেছে রেসিসট্যান্ট ফ্রন্ট নামের একটি জঙ্গিগোষ্ঠী। তারা লস্কর-ই-তইবার একটি অংশ। জঙ্গিদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

Chakdaha Municipality

NOTICE

A Corrigendum have been published for Quotation Notice **No WBMAD/ CM/ UHWC/ PWD/NIT-10/ 2023-24.** For further information please visit **www. wbtenders.gov.in**

e-Tender Notice

Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Supply, Installation and Commissioning of CCTV Servellance System at different location under Dankuni Municipality with Control Room at Police Station Phase-I for **E-N.I.T. No.: WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 115/2023-24.** Bid Submission Closing Date (Online): **29/09/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-Tender.

Sd/-,
Chairperson
Dankuni Municipality

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha municipality invites e tender vide memo no. **WBMAD/CM/ UHWC/ PWD/ NIT-11/23-24 & Tender id. 2023_ MAD_ 567801_1** for renovation of health center. For further information please visit **www.wbtenders. gov.in**

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
128/GPW/ WBFDC/2023-24	Supply of Garden Tools at MTPS/DVC under Mejia URF Range.	14.09.2023	22.09.2023

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Notice Inviting Tender

The E-Bids is hereby invited on behalf of the Chairman, Ashokenagar – Kalyangarh Municipality
Tender ID:
2023_MAD_568423_1,2023_MAD_568423_3,2023_MAD_568423_4 & 2023_MAD_568400_1.
Bid Submission End Date:
21-Sep-2023 04:00 PM
for details, please see website at
www.wbtender.gov.in

Sd/-
Chairman
Ashokenagar-Kalyangarh Municipality

Tender Notice

On behalf of **Brajaballavpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name & Estd Cost,	
A	Construction of Soak Pit with silt pit	**1)** 10 nos at Kshetramohanpur Mouza, NIT -264/ SBM/NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 222823.00 **2)** 05 nos at Rakshaskhali Mouza, NIT -265/ SBM/NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 111411.00
B	Tubewell Materials Supply and Washing	**1)** At Brajaballavpur GP, NIT -266/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 292770.00
C	Sinking of tubewell with platfrom Soak pit	**1)** Near house of Satya Bera, NIT -267/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00 **2)** Near house of Nakul Mondal, NIT -268/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00 **3)** Near house of Sahadeb Maity, NIT -269/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00 **4)** Near house of Sudhangshu Maity, NIT -270/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00 **5)** Near house of Chittaranjan Maity, NIT -271/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00 **6)** Near house of Adwaitya Dolai, NIT -272/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00 **7)** Near house of Ganesh Adhikari, NIT -273./ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00 **8)** Near house of Jagannath Patra, NIT -274/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00 **9)** Near house of Biswajit Maity, NIT -275/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00 **10)** Near house of Swapan Giri, NIT -276/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00 **11)** Near house of Bhupal Samanta, NIT -277/ 15th FC-TIED/ NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 200686.00
D	Construction of Soak Pit with silt pit	**1)** 22 nos at Brajaballavpur Mouza, NIT -262/ SBM/NIT/ BGP /2023, Scheme Cost- 490216.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No A-C is : 19/09/2023 , 11-00 a.m. and for Sl No D is : 27/09/2023, 11-00 a.m.

For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com

SERAMPORE GIRLS COLLEGE

Notice in inviting e-Tender

Tender **Id: 2023_DHE_567561-1,** organization. Chain: DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION II SERAMPORE GIRLS COLEGE II website: wb **tenders. gov.in/nicgep/app/** For to library furniture.

Sd/- Principal,
Serampore, Girls' College.

১০ কোটি টাকা বেআইনি ভাবে ভর্তুকি পেয়েছেন হিমন্তের স্ত্রী

মানতে নারাজ অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর: আবার দুর্নীতির অভিযোগ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার পরিবারের বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতা হিমন্তের স্ত্রী রিণিকি ভুইয়াঁ শর্মার কোম্পানি ‘প্রাইড ইস্ট এন্টারটেনমেন্ট’ বেআইনি ভাবে ১০ কোটি টাকা ভর্তুকি পেয়েছে বলে বুধবার অভিযোগ তুলল সে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। এ সংক্রান্ত কিছু নথিপত্র পেশ করে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের জন্য ‘কিষাণ সম্পদ’ প্রকল্পে ভর্তুকির কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু অসমের মুখ্যমন্ত্রী প্রভাব খাটিয়ে নিজের পরিবারের জন্যেও ভর্তুকির বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন।’

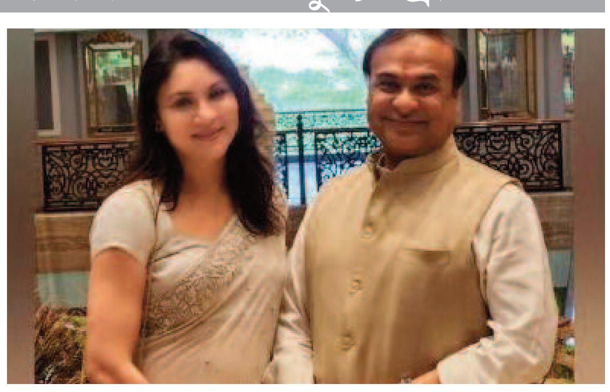

গৌরবের ওই অভিযোগের পরেই দুর্নীতির অভিযোগ খারিজ করে হিমন্ত বলেন, ‘আমার স্ত্রী যে কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত, সেই সংস্থার কেউই সরকারের থেকে কোনও আর্থিক ভর্তুকি নেননি।’ এর পরেই গৌরব কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকের ওয়েবসাইট স্পষ্ট ভাবে ব্যক্তিটির নাম এবং তিনি যে কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত তা বলা হয়েছে। ১০ কোটি সরকারি অনুদানও অনুমোদনের কথা জানানো হয়েছে। ওয়েবসাইটটি হ্যাক হয়ে থাকলে দয়া করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে রিপোর্ট করুন।’

২০২১ সালে হিমন্তের স্ত্রী রিণিকি এবং তাঁদের পুত্র নন্দিলের নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে ২৯ বিঘা সরকারি জমি দখলের অভিযোগ এনেছিল একটি সমীক্ষা সংস্থা এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশ। এর পর চলতি মাসেই ‘ক্রসকারেন্ট’ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের তরফে আরটিআই করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হয়, হিমন্ত মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই নগাঁও জেলায় কলিয়াবরে দারগাজি গ্রামের পাঁচ বাসিন্দার কাছ থেকে ৫০ বিঘা ২ কাঠা কৃষিজমি কেনেন হিমন্তের স্ত্রী রিণিকি। কৃষিজমির শ্রেণি পরিবর্তন করে সেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনা থেকে ১০ কোটি টাকার সরকারি সাহায্যও আদায় করে রিণিকির সংস্থা ‘প্রাইড ইস্ট এন্টারটেনমেন্ট’।

জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ কেন্ট

দুঃখপ্রকাশ ভারতীয় সেনার

শ্রীনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর: জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালাতে গিয়ে প্রাণ হারাল ভারতীয় সেনার ডগ স্কোয়াডের ল্যাব্রাডর কেন্ট। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে পলাতক জঙ্গিদের সন্ধানে গিয়েছিল কেন্ট। হঠাৎ শুরু হয় গুলির বর্ষণ। জঙ্গি এবং সেনারা দু’তরফ থেকেই গুলি চালান। গুলিবর্ষণের সময় নিজের ‘হ্যান্ডলার’কে বাঁচাতে ছুটে যায় কেন্ট। জওয়ানকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ৬ বছর বয়সি ল্যাব্রাডর কেন্ট। ঘটনাটি জম্মু ও কাশ্মীরের নারলা গ্রামে রাজৌলি এলাকায় ঘটেছে।

পিটিআই সূত্রে খবর, কেন্ট ল্যাব্রাডর প্রজাতির মেয়ে কুকুর। ২১তম আর্মি ডগ ইউনিটে ছিল সে। এক দল সেনা নিয়ে পলাতক জঙ্গিদের খোঁজার জন্য ‘অপারেশন সুজালিগালা’র অংশ নিয়েছিল কেন্ট। হঠাৎ দু’পক্ষের গুলির বিনিময় শুরু হয়। কেন্টের ‘হ্যান্ডলার’ পদে যে জওয়ান ছিলেন তাঁকে বাঁচাতে ছুটে যায় কেন্ট। কিন্তু সেই গুলি ভেদ করে প্রবেশ করে কেন্টের শরীরে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় কেন্ট। কেন্টের মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছে ভারতীয় সেনা।

জম্মু এলাকার পুলিশ আধিকারিক মুকেশ সিং জানান, গুলিবর্ষণের ফলে পাকিস্তানের এক জঙ্গি মারা গিয়েছেন। প্রাণ হারিয়েছেন এক জওয়ানও। ঘটনাস্থলে উপস্থিত তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু’জন জওয়ান এবং এক জন পুলিশ কর্মী বলে জানায় জম্মু পুলিশ।

ড্যানিয়েল ঝড়ের দাপটে লন্ডভন্ড লিবিয়া, মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ৫ হাজার

ত্রিপোলি, ১৩ সেপ্টেম্বর: ঝড় ‘ড্যানিয়েল’ এবং লাগামছাড়া বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ বন্যা, তাতেই মৃত্যুপুরী লিবিয়া। মৃতের সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়েছে। নিখোঁজ ১০ হাজারের বেশি। প্রকৃতির প্রতিশোধে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ডারনা শহরের। সেখানে ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ, কাদাজল, রাস্তাঘাটে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। যত দূর চোখ যায় লাশ। সমুদ্রেও ভাসছে দেহ। পচা দেহের গন্ধ আর স্বজনহারা কান্নায় দুঃস্বপ্নে ডুবে ডারনা শহর।

গত ৪ সেপ্টেম্বর গ্রিস উপকূলে ভূমধ্যসাগরের উপর তৈরি হয়েছিল ঝড় ‘ড্যানিয়েল’। যার পর রেকর্ড বৃষ্টিপাত হয় গ্রিসে। পরে তা লিবিয়ায় আছড়ে পড়ে। ১০ সেপ্টেম্বর সেখানে তীব্রতর হয় ঘূর্ণিঝড়। সঙ্গে শুরু হয় একটানা ভারী বৃষ্টিপাত। ড্যানিয়েলের জেরে লিবিয়ার বিভিন্ন অংশে ১৫০ থেকে ২৪০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে যেমন হড়পা বানের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই ঝড়ের তাণ্ডবে আল-বায়দা, আল-মার্জ, তোবরুক, বাতাহ-র মতো বেশ কিছু শহর লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

ঝড়ে তিনটি নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়ায় হয় বিপত্তি। জলের তোড়ে বহু বসতি এলাকা ভেসে গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। বুধবার লিবিয়া প্রশাসন জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৫, ৩০০। নিখোঁজ ১০ হাজার। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে। তছনছ শহরে নাগরিকদের বিরাট অংশ ঘরছাড়া। জলের তোড়ে ধুয়ে গিয়েছে বাড়ি। ভাঙা বাড়ির মাথায় উঠে গিয়েছে গাড়ি। প্লাবনের কাদায় ঢাকা রাস্তা। হাসপাতালে মৃতদেহের ভিড়। অধিকাংশেরই পরিচয় জানা নেই প্রশাসনের।

মাত্র ২৬ বছর বয়স গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভারতীয় ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় মার্কিন পুলিশের ঠাট্টা

ওয়াশিংটন, ১৩ সেপ্টেম্বর: আমেরিকায় পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল এক ভারতীয় ছাত্রীর। ওই তরুণীর মৃত্যু নিয়ে ঠাট্টা করার অভিযোগ উঠল সিয়াটেলের এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। ছাত্রীর মৃত্যু নিয়ে মজা করা সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যার পর নিন্দার ঝড় উঠেছে। প্রশাসন অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

বছর ২৩-এর মৃত ভারতীয় ছাত্রীর নাম জাহ্নবী কান্দুলা। ২০২১ সালে আমেরিকায় যান পড়াশোনার জন্য। চলতি বছরের ডিসেম্বরেই ডিগ্রি পাওয়ার কথা ছিল। তার আগেই গত ২৩ জানুয়ারি পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় তরুণীর। ঘাতক গাড়িটি চালাচ্ছিলেন কেভিন নামের এক পুলিশ কর্মী। কেভিনের দাবি, এমারজেন্সি কল পেয়ে এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। মাঝপথে ঘটে দুর্ঘটনা। ছাত্রীর মৃত্যুতে অনুতপ্ত তিনি। কেভিনের গাড়িতে ধাক্কা লেগে ছাত্রীর মৃত্যু হলেও বিতর্কের কেন্দ্রে আরেক পুলিশ কর্মী ড্যানিয়েল।

সিয়াটেল পুলিশ অফিসার্স গিল্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল অডেরারকে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছিল যে দুর্ঘটনার সময় গাড়ি চালক কেভিন নেশাগ্রস্ত ছিলেন কিনা। পরে এই বিষয়ে ড্যানিয়েল পুলিশ গিল্ডের সভাপতির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। যা তাঁর বডি ক্যামেরায় রেকর্ড হয়। সেই ভিডিওই ভাইরাল হয়েছে সম্প্রতি। তা থেকেই বিতর্কের ঝড়। ভিডিওতে জাহ্নবীর মৃত্যু নিয়ে ড্যানিয়েলকে ঠাট্টা করতে শোনা গিয়েছে। গিল্ড সভাপতি মাইক সোলানকে ড্যানিয়েল বলেন, ২৬ বছর বয়স, খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমজনতা। শুধু একটা চেক লিখে দিলেই হবে। ১১ হাজার ডলারই যথেষ্ট। যদিও গুরুতর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ড্যানিয়েল। এই ঘটনা নিয়ে শহরের অ্যাটর্নি জেনারেল কেমন আচরণ করতেন, কী বলতেন, সেটাই নাকি নকল করে দেখিয়েছিলেন তিনি। অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সিয়াটেল পুলিশ।

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat, South 24 pgs
NOTICE INVITING TENDER

S.N.	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.)
1.	7/15th FC/SPGP/2023-24	SINKING OF TUBEWELL NEAR H/O GOPAL KANJI TARANAGAR SANSAD X	Rs183124
2.	8/15th FC/SPGP/2023-24	SINKING OF TUBEWELL NEAR H O JIBITOSH GAYEN PURNACHANDRAPUR SANSAD VI	Rs183124
3.	9/15th FC/SPGP/2023-24	SINKING OF TUBEWELL NER H O NARAYAN SAHOO SRINARAYANPUR SANSAD I	Rs183124
4.	10/15th FC/SPGP/2023-24	CONSTRUCTION OF COMMUNITY LATRINE NEAR PURNACHANDRAPUR BISHALAKSHMITALA sansad-vii	Rs 241242
5.	11/15th FC/SPGP/2023-24	CONSTRUCTION OF COMMUNITY LATRINE NEAR MUNDA PARA BAZAR , SANSAD-XII	Rs 241242
6.	12/15th FC/SPGP/2023-24	CONSTRUCTION OF COMMUNITY LATRINE AT 252 NO ICDS, SANSAD-VIII	Rs 241242
7.	13/15th FC/SPGP/2023-24	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD FROM NEAR H/O HAREKRISHNATO KIOSK BANK -PURKAIT PARA PACCA GHAT AT MEHERPUR BOOTH NO 35	Rs68399
8.	14/15th FC/SPGP/2023-24	CONSTRUCTION OF DOUBLE SOLING BRICK ROAD FROM NEAR H/O MANAS DAS TO SABITA MONDAL AT PURNACHANDRAPUR 39 NO BOOTH	Rs140063
9	15/15th FC/SPGP/2023-24	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD FROM NEAR H/O KANAI BHANDARI TO NEAR H/O RANAJIT BAIDYA AT SRINARAYANPUR 43 NO BOOTH	Rs85608
10.	16/15th FC/SPGP/2023-24	CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD FROM NEAR H/O NANDAN SINGHA TO H/O NISHIT BARAN JANA & STACHU OF SUBASH CH BOSE AT PURNACHANDRAPUR 44 NO BOOTH	Rs68399
11.	17/15th FC/SPGP/2023-24	ONSTRUCTION OF DOUBLE SOLING BRICK ROADFROM NEAR LAND OF ANUP HALDAR TO H/O PRASHANTA NASKAR AT TARANAGAR 46 NO BOOTH	Rs140594
12.	18/15th FC/SPGP/2023-24	CONSTRUCTION OF DOUBLE SOLING ROAD NEAR H/O BIJAY SHEE TO NEAR H/O MANORANJAN GAYEN AT PURNACHANDRAPUR SANSAD-VI	Rs209890
13.	19/15th FC/SPGP/2023-24	MODIFICATION OF GP OFFICE BUILDING	Rs349900

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars	Date & Hours
1.	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	13/9/2023 at 10:00 AM
2.	tender doc. Sales end & bid submission end date & time	26/09/2023 at 11:0 aM
3.	Bid opening date & time	29/09/2023 at 11:0 aM

ওয়েলালাগের স্পিনে বেসামাল ভারত

সমালোচনায় গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুনিথ ওয়েলালাগের স্পিনেই বেসামাল ভারতের ব্যাটিং। রোহিত শর্মা, শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল এবং হার্দিক পাণ্ডিয়ার মতো ব্যাটার ওয়েলালাগের স্পিন সামলাতে পারেননি। বাঁ হাতি স্পিনারের বিরুদ্ধে ভারতের ব্যাটারদের দুর্বলতা চোখে পড়েছে।

শ্রীলঙ্কার বাঁ হাতি স্পিনারের সামনে ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ ভেঙে পড়া দেখে গৌতম গম্ভীর বিরক্ত। চলতি বছরের গোড়ার দিকে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে অ্যাডাম জাম্পা ও অ্যাশটন আগারের স্পিন বোলিংয়ের সামনেও একই হাল হয়েছিল ভারতীয় দলের। ২৭০ রান তাড়া করতে নেমে দুই অজি স্পিনারের সামনে অসহায় দেখায় ভারতীয় দলকে। শেষমেশ ২১ রানে হার মানে টিম ইন্ডিয়া।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়েলালাগের পাঁচ উইকেট দেখার পরে গম্ভীরের বক্তব্য, ব্যাটাররা ফ্রন্টফুটে খেলতে গিয়ে নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে এনেছেন। গম্ভীর বলছেন, দএটাই এখন দস্তুর হয়ে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচটা মনে করে দেখুন। বল ঘুরছিল সেখানেও। অ্যাডাম জাম্পা, অ্যাশটন আগারের মতো বোলারের বিরুদ্ধে ২৭০-এর মতো রান তাড়া করছিল ভারত। আমরা রান তাড়া করে জিততে পারিনি। বল যখনই ঘুরতে শুরু করে তখনই আমরা ঝামেলায় পড়ে যাই। ৩৫০ রানের উইকেট ছিল না। খুব বেশি হলে ২৭০-এর মতো উইকেট ছিল। বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলের আউটটায় বোলারের খুব একটা কৃতিত্ব ছিল না। কিন্তু বাকিরা ফ্রন্ট ফুটে খেলতে গিয়ে আউট হয়েছে। পেসের কাছে হার মেনেছে রোহিত। গিল যে বলটায় আউট হয়েছে, তা এককথায় দুর্দান্ত। ভারতীয় ব্যাটারদের কাছ থেকে আরও ভাল কিছু আশা করা গিয়েছিল।

কেরিয়ার সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে বাবরের কাছে গিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানটা এখনো পাকিস্তানের দখলে। সেখানে আছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। কিন্তু ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বাবরের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছেন। চলমান এশিয়া কাপে ভারতকে এখনো কেউ হারাতে পারেনি। শুবমান গিল, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুলরা দারুণ ব্যাটিং করছেন। ভারতের অপরাজিত থাকার অন্যতম কারণ হতে পারে টপ অর্ডারে ব্যাটসম্যানদের দুর্দান্ত ব্যাটিং। কোহলি, রাহুল এরই মধ্যে সেঞ্চুরি পেয়েছেন, রোহিত ও শুবমান গিল পেয়েছেন দুটি করে ফিফটি। এমন পারফরম্যান্সের পর আইসিসির সাপ্তাহিক র্যা ঙ্কিংয়ে ভারতের ব্যাটসম্যানদের ওপরে উঠে আসাই স্বাভাবিক ছিল। প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ঘটেছেও তাই। ৮৬৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা বাবরকে চোখ রাঙাচ্ছেন ৭৫৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় শুবমান গিল। তাঁর ক্যারিয়ারে এটাই সেরা র্যা ঙ্কিং। বাবরের সঙ্গে ব্যবধান ১০৩ পয়েন্টের।

এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা কোহলিও দুই ধাপ উন্নতি করে ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আটে উঠে এসেছেন। রোহিতের উন্নতিও দুই ধাপ, ৯,এ উঠে এসেছেন ভারত অধিনায়ক। অর্থাৎ ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যা।ঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশে রয়েছেন ভারতের তিন ব্যাটসম্যান। সর্বশেষ এমন হয়েছিল ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে; যখন র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশে ছিলেন শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি।

শীর্ষ দশে আছেন পাকিস্তানেরও তিন ব্যাটসম্যান। ওপেনার ইমাম, উল,হকের এক ধাপ অবনমন ঘটেছে, নেমে গেছেন পাঁচে। তিন ধাপ নিচে নেমে দশে পাকিস্তানের আরেক ওপেনার ফখর জামান। ওয়ানডে বোলারদের র্যা ঙ্কিংয়ে পাঁচ ধাপ উন্নতি করে সাতে উঠে এসেছেন গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪ উইকেট নেওয়া ভারতের স্পিনার কুলদীপ যাদব। ৪ ম্যাচে এ পর্যন্ত ৯ উইকেট নিয়েছেন বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার। ওয়ানডে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের জন্যও আনন্দের সংবাদ আছে। হারিস রউফ আট ধাপ উন্নতি করে ২১তম স্থানে উঠে এসেছেন। আর নাসিম শাহর উন্নতি হয়েছে ১১ ধাপ, উঠে এসেছেন ৫১তম স্থানে।

তবে পাকিস্তানের এই দুই পেসার এখন চোটে ভুগছেন। এশিয়া কাপে তাঁদের আর পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ওয়ানডে বোলারদের র্যা ঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানটা এখনো ধরে রেখেছেন জশ হ্যাজলউড। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলতি সিরিজে গত বৃহস্পতিবার প্রথম ওয়ানডেতে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন এই অস্ট্রেলিয়ান পেসার। তাতে র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় মিচেল স্টার্কের সঙ্গে ব্যবধানটা আরও বেড়েছে ৬৯২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা হ্যাজলউডের।

জাতীয় দলের জন্য প্লেয়ার ছাড়ার প্রসঙ্গে অনমনীয় ইস্টবেঙ্গল কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় দল বনাম ক্লাব ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। ইতিমধ্যেই ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে মহেশ আর লালচুংনুঙ্গাকে তারা ছাড়তে পারবে না। জাতীয় দলের জন্য এই দুই তারকাকে ছাড়তে রাজি নয় ইস্টবেঙ্গল কোচ। আসলে আসন্ন আইএসএল-এর জন্য পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন লাল হলুদ কোচ। এমন অবস্থায় দলের অন্যতম দুই প্রধান ফুটবলার মহেশ আর লালচুংনুঙ্গাকে ছাড়তে হলে দল যে চাপে পড়ে যাবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই ফুটবলার ছাড়ার প্রসঙ্গে কার্লেস কুয়াদ্রাত বলেন, 'ফিফা ক্যালেন্ডার আমাদের কাছে আছে। সেই মতোই আমরা প্ল্যানিং তৈরি করি। জাতীয় দলের জন্য কোন কোন ফুটবলারকে নেওয়া যেতে পারে সেই তালিকা আমরা ফেডারেশনকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে আইএসএল। ২৫ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে লিগ অভিযান শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদকে ঘিরে এ বার প্রত্যাশা বেড়েছে। শেষ কয়েক বছর ধরে শুধু ব্যর্থতাই সঙ্গী থেকেছে এই দলটির। চার বছর পর এবার ডার্বি জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ড কাপে রানার্স আপ হয়েছে লাল-হলুদ। দল এবারে আগের বছরের চেয়ে ভালো জায়গায় শেষ করবে বলে অনেকেই আশা করছেন। ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ক্লেটন সিলভাও তেমনটা মনে করেন। কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতও স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সমর্থকদের। এমন অবস্থায় জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছাড়লে যে দল চাপে পড়ে যাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত লাল হলুদ কোচ।

বর্তমানে ট্রফি জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন কুয়াদ্রাত। আইএসএলের মিডিয়া ডে-তে এসে লাল-হলুদ কোচ বললেন, 'আমরা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। সাফল্য চট করে আসেনা। সময় লাগে। সেটাই চলছে। দলে বেশ কয়েকজন ভালো ফুটবলার আছে। এটাই ইতিবাচক দিক।' ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার কলকাতা লিগে নজর কেড়েছে। ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, 'যে কোনও প্রজেক্টের পিছনেই একটা যুদ্ধ থাকে। আমরা বিভিন্ন ট্যাকটিকসে ফুটবলারদের খেলিয়ে পরখ করে নিচ্ছি। কঠোর অনুশীলনই সাফল্যের একমাত্র উপায়।' ডুরান্ড কাপের প্রথম ডার্বির নায়ক নন্দকুমার লাল-হলুদ জার্সিতে আইএসএলে সাফল্য পেতে চান। এ দিকে ওড়িশা এফসির কোচ সের্জিও লোবেরার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। মরশুমের শুরুতে এই লোবেরাই লাল-হলুদের কোচের দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন।

শেষ মুহূর্তে তিনি চলে যান ওড়িশায়। ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নেন কুয়াদ্রাত। লোবেরা অবশ্য এই বিষয়ে কথা বলতে চাননি, 'আমি অতীতের বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। আমি এখন ওড়িশায় আছি। এটা নিয়েই ভাবতে চাই। এখানে এসে আমি খুশি আছি। ইস্টবেঙ্গলকে অনেক সম্মান জানাই। সমর্থকদের আবেগকেও সম্মান জানাই। তবে আমি ওড়িশায় ভালো আছি।'

এশিয়ান গেমসে দ্বিতীয় সারির দল, টিমের সঙ্গে নাও যেতে পারেন স্টিমাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্লাব বনাম দেশের জেরে এশিয়ান গেমসে সেরা ফুটবলারদের হাতে পাচ্ছেন না কোচ। সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিঙ্ঘান, গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা এশিয়ান গেমসের টিমে নেই। অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবলার খেলানো গেলেও টিমে তিন সিনিয়র রাখা যায়। কিন্তু সুনীলদের মতো ম্যাচ উইনাররা না থাকলে ভারতের পক্ষে এশিয়ান গেমসে ভালো ফল করা সম্ভব হবে না। এ নিয়ে সোচ্চার হয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা। তাতে কোনও লাভ হয়নি। ক্লাব বনাম দেশের বহু পুরনো সংঘাতের খেসারত দিতে হচ্ছে জাতীয় টিমকে। দ্বিতীয় সারির টিম নিয়ে এশিয়ান গেমসে কি যাচ্ছেন ইগর স্টিমাচ ? এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

১৯ সেপ্টেম্বর এশিয়ান গেমসে প্রথম ম্যাচ ভারতের, আয়োজক চিনের বিরুদ্ধে। চিন ফুটবল টিম হিসেবে বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ। তার দু'দিন পরেই শুরু হচ্ছে এ বারের আইএসএল। যে কারণে ক্লাবগুলো ফুটবলার ছাড়তে রাজি নয়। এতেই চটেছেন ক্রোয়েশিয়ান কোচ। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি দ্বিতীয় সারির টিম এশিয়ান গেমসে যেতে রাজি নন। সরাসরি না বললেও স্টিমাচকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ক্লাবগুলো ফুটবলার না ছাড়ায় এমনিতেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিনি। মঙ্গলবার টুইটারে লিখেছেন, 'সময় এসেছে, কারা এই দেশে ভারতীয় ফুটবলের ভালো চায়, সেটা দেখার। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার। ভারতকে ফুটবল খেলিয়ে দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার স্বপ্ন এখনও বেঁচে রয়েছে আমার।' স্টিমাচ যতই ক্ষোভ উগড়ে দিন, তিনি নিজেও কম বিতর্কের মধ্যে নেই। গত বছর এশিয়ান কাপের যোগ্যতা পর্বে প্রথম একাদশ বাছার জন্য এক জ্যোতিষীর সাহায্য নিয়েছিলেন।

সেই জোতিষীই নানা অঙ্ক কষে টিম বেছে দিতেন। তার জন্য নাকি স্টিমাচ টাকাও দিয়েছেন ওই জ্যোতিষীকে। এ নিয়ে কম বিতর্ক চলছে না। তারই মধ্যে এশিয়ান গেমসে ক্রোট কোচ না গেলে কিন্তু আরও চাপ তৈরি হতে পারে তাঁর উপর।

ভারতের বিপক্ষে খেলবেন না মুশফিকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের বিপক্ষে এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে মুশফিকুর রহিমকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ দল। মুশফিকের স্ত্রী পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় এখনই খেলায় ফিরতে পারছেন না জাতীয় দলের এই উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান। এসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ কথা জানায়।

বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জালাল ইউনুস এ ব্যাপারে বলেন, 'মুশফিক আমাদের জানিয়েছে, তার স্ত্রী এখনো সুস্থ হয়নি।

এই মুহূর্তে তার পরিবারের সঙ্গে থাকা দরকার। আমরা পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছি। তাই এই ম্যাচটা থেকে তাকে ছুটি দেওয়া হচ্ছে।' সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে ৯ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বশেষ ম্যাচ খেলে দেশে ফেরেন মুশফিক। আজ তাঁর শ্রীলঙ্কায় দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ছিল।

কলম্বোতে দলের সঙ্গে অনুশীলন করে খেলার কথা ছিল পরশুর ম্যাচ। এই ম্যাচ থেকে অবশ্য বাংলাদেশ দলের পাওয়ার তেমন কিছু নেই।

এশিয়া কাপের ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার দৌড় থেকে ছিটকে গেছে বাংলাদেশ দল। ভারতকে শেষ ম্যাচে হারালেও ফাইনাল খেলা হবে না সাকিবদের।

ভারত-পাক ম্যাচ আয়োজনের পারিশ্রমিক মাত্র ৫৫০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলির সেঞ্চুরি নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। লোকেশ রাহুলের প্রত্যাবর্তন ম্যাচ নিয়ে চলছে কাটাছেঁড়া। বিশ্বকাপের আগে ভারতের চিন্তা কতটা কমল, তিনি কতটা তৈরি, ভারতের মিডল অর্ডার কতটা শক্তপোক্ত হল; চলছে কথা। চায়নাম্যান বোলার কুলদীপ যাদব নিজেকে এমন ধারালো করলেন কী ভাবে? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটের রহস্য কী? চর্চায় আছেন রোহিত শর্মা, শুভমন গিল আরও অনেকেখ! মুশকিল হল তাঁদের নিয়ে কেউ কথা বলে না! প্রেমাদাস স্টেডিয়ামের 'আসল নায়ক' যাঁরা, তাঁরা থেকে গিয়েছেন অন্ধকারেই। এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচ নির্বিঘ্নে শেষ করার জন্য কত টাকা পেলেন তাঁরা?

মেঘের সামান্য ভ্রুকুটি দেখলেই তৈরি তাঁরা। বৃষ্টির দানা ছড়াতে শুরু করলেই নীল রংয়ের পিচ কভার নিয়ে ছুটে চলেছেন মাঠে। একবার নয়, বারবার। কলম্বোতে এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচ ফেলার পর থেকেই তাঁদের দম ফেলার ফুরসত নেই। গত রবিবারের ভারত-পাক মহারণ ছিল তাঁদের কাছে চ্যালেঞ্জ। রোহিত শর্মা, বাবর আজমের চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না সেই লড়াই। বৃষ্টির ভ্রুকুটি বেশ কয়েক দিন ধরেই রয়েছে কলম্বোয়। ডাম্বুলায় এশিয়া কাপ সরানোর কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু টিভি সম্প্রচারকারী চ্যানেলের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিল, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড তাই একঝাঁক গ্রাউন্ড স্টাফের উপরেই রেখেছিলেন ভরসা। তাঁদের কাঁধে চেপে এ বারের এশিয়া কাপ কি নির্বিঘ্নে পার করা যাবে? শ্রীলঙ্কার প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের মাঠ কর্মীরা দেখিয়েছেন, পরিকল্পনা আর পরিশ্রম দিয়ে বৃষ্টিকেও হারানো সম্ভব। রবিবার বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল মাঠ। ২৪.১ ওভারের পর আর ম্যাচ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়নি। রিজার্ভ ডে হিসেবে সোমবার বাকি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। প্রশ্ন ছিল, কভার দিয়ে মাঠ ঢাকা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু বৃষ্টির প্রাথমিক প্রভাব তাও এড়ানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে টানা বৃষ্টিতে মাঠ স্যাঁতস্যাতে হয়ে যাবেই। এই সব চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়েই সোমবার ভারত-পাকিস্তান বাকি ম্যাচ চমৎকার ভাবে শেষ হয়েছে। সেঞ্চুরি করার জন্য ম্যাচের সেরা হয়েছেন বিরাট। প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের মাঠ কর্মীরা কী পুরস্কার পেলেন?

রবিবার থেকে মঙ্গলবার, পর পর তিন দিন প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে হয়েছে ম্যাচ। টানা হাড়ভাঙা খেটে যাঁরা হাইভোল্টেজ ম্যাচ আয়োজন করলেন, তাঁরা শ্রীলঙ্কার টাকায় পেলেন মাত্র ২ হাজার। ভারতীয় মুদ্রায় ধরলে ৫৫০ টাকা। যা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছেন সকলে। ক্রিকেটে অর্থের অভাব নেই। প্রাচুর্যের অভাব নেই। কিন্তু তা শুধু মাত্র প্লেয়ারদের জন্য। তাঁদেরই জন্য যাঁরা দিনভর খেটে মাঠ তৈরি করেন, পিচ তৈরি রাখেন, তাঁরা থেকে যান অন্ধকারেই। এই বৈষম্য কি কখনও মিটবে?

কাউন্টডাউন শুরু, আইএসএল ট্রফির সঙ্গে ফটোসেশন

বুধবার আইটিসি সোনার বাংলায় ইন্ডিয়া সুপার লিগ মিডিয়া ডে-তে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, জামশেদপুর এফসি, নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি, ওড়িশা এফসি, পাঞ্জাব এফসি এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের কোচ এবং অধিনায়কেরা।

কলকাতা: ২১ তারিখ থেকে শুরু আইএসএল। দশম আইএসএল ঘিরে উন্মাদনার পারদ এখন থেকেই চড়তে শুরু করে দিয়েছে। এ বারের লিগে দলের সংখ্যা বেড়েছে। এ বার আইএসএলে খেলবে ১২টি দল। আইএসএলের দশম সংস্করণ শুরুর আগে বুধবার শহর কলকাতায় ৭টি দলের কোচ থেকে ফুটবলাররা আইএসএল ট্রফির সঙ্গে ফটো সেশনে সামিল। ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত আর মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো ছিলেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। একই সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক ব্রাজিলীয় তারকা ক্লেইটন সিলভা আর বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু ছিলেন ফটো সেশনে। ওড়িশা এফসির কোচ সার্জিও লোবেরার সঙ্গে ছিলেন গোলকিপার অমরিন্দার সিং। এর পাশাপাশি ছিলেন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি র হেড কোচ হুয়ান পেড্রো বেনালি, পাঞ্জাব এফসির হেড কোচ স্তাইকস ভার্জেটিস, জামশেদপুর এফসি র অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ হেজিরাদান রামাদানি এবং কেরালা ব্লাস্টার্স এর হেড কোচ ইভান ভুকুমানভিচ। ২১ সেপ্টেম্বর কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে কেরালা ব্লাস্টার্স ও বেঙ্গালুরু এফসি-র মধ্যে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে দশম আইএসএল। ২৩ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ২৫ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে আইএসএল অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। ২৮ অক্টোবর আইএসএলের কলকাতা ডার্বি। বড় ম্যাচ নিয়ে এখন থেকে রয়েছে উন্মাদনা। ডুরান্ড কাপে পর পর দু'বার মুখোমুখি হয়েছে ইস্ট-মোহন। একবার করে জিতেছে দুটো টিম। মোহনবাগান যেমন গত মরসুমের মতো ভালো টিম, ইস্টবেঙ্গলও এ বার অনেক গোছানো। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে হারলেও ইস্টবেঙ্গলের খেলায় তৃপ্তি মিলেছিল। গত কয়েক মরসুমে ইস্টবেঙ্গল কার্যত কিছুই করতে পারেনি আইএসএলে। এ বার বিবর্ণ অতীত পাল্টে দিতে চাইছেন কুয়াদ্রাত। যে কারণে ২৮ অক্টোবরের ডার্বিতে যুবভারতী উপচে পড়বে, এমনই আশা করছে আইএসএলের আয়োজকরা।

এশিয়ান গেমসে ভারতের মহিলা রাগবি দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাগবি ইন্ডিয়া ২০২৩ সালের এশিয়ান গেমসের জন্য রাগবি সেভেনস মহিলা দলের অধিনায়ক হিসেবে শীতল শর্মার নাম ঘোষণা করল। বুধবার এক অনুষ্ঠানে রাগবি ইন্ডিয়া আসন্ন এশিয়ান গেমসে ভারতের রাগবি দলের চূড়ান্ত দলের নাম প্রকাশ করা হয়।

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত চিনের ঝেজিয়াং প্রদেশের হাংঝোতে অনুষ্ঠিত হবে ১৯ তম এশিয়ান গেমস।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**